অন্তিম সামঞ্জস্য

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

ANTIM SAMONJASSO

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়

ব্লক পি ওয়ান এইচ

শেরউড এস্টেট

১৬৯ এন এস বোস রোড

কলকাতা - ৭০০ ১০৩

পরিবেশক

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স

কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ : ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : http://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

ডা. দেবব্রত দে

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- লঘু মুহূর্ত
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠরি
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- আগুন ও জলের পিপাসা
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

আতিথ্য বিষয়ক

আমরা দুজনেই অতিথিপরায়ণ। আমরা দুজনেই
আপনার যাতে কোনো অসুবিধে না হয় তার জন্যে
স্তব্ধ থাকব। আপনি যা খেতে ভালবাসেন
তাই নিজে হাতে রান্না করবেন আমার স্ত্রী।
আপনি যে রকম শয্যা ভালবাসেন তাই
পেতে দেওয়া হবে। বেড়ানোর জন্যে পছন্দমতো
নদীতীর অথবা পাহাড় জঙ্গল অথবা টিলা
পেতে কোনো অসুবিধে হবে না কাছাকাছি।
যদি বৃষ্টি চান তো আকাশ তাই দেবে আপনাকে
রোদ্দুর তো রোদ্দুর জ্যোৎস্না তো জ্যোৎস্নাই।
এমনকি চুম্বনপিপাসা চরিতার্থ করতে পরবেন
সঙ্গমকাতর হলেও একটু সাহস ক'রে ডাকবেন।
আমরা ভারতবর্ষের কণ্ঠে বলি : অতিথি দেবো ভব।

শুধু দয়া ক'রে আমাদের জন্যে কোনো উপহার দেবেন না
একজন অতিথি যেমন ভালবাসা ব'লে দিয়েছিলেন
হুবহু ভালবাসার মতো এক অলীক চরাচর!
যেখানে আমরা তাকে আজও খুঁজে বেড়াই

এক একদিন

এক একদিন কিছুই খুঁজে পাই না।
এ আমার একটা বিচ্ছিরি স্বভাব।
পাজামা পাজামা ক'রে সিঁড়ি বারান্দা উঠোন
উঠোন বারান্দা সিঁড়ি ক'রে ব'সে পড়ি
পাঞ্জাবী পাঞ্জাবী চশমা চশমা ক'রেও তথৈবচ।
কিন্তু এক একদিন কিছুই খুঁজে পাই না।
আমার হাত আমার পা আমার চোখ কান
আমার মন আমার বুদ্ধি আমার অহঙ্কার!
আমার আমি ছাড়া আর কিচ্ছুটি নেই
এতে তোমার হাসির কি আছে?
আমি কি বলেছি : আমি সমাধিবান সাধু?

আমাকে

আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আমার গ্রাম
আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আমার শহর
আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আমার নারী
আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আমার বন্ধু
আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আমার শত্রু
আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আমার বৃত্তি
আমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে সবাই।

তোমার কাছে

এই ভালো লাগা না লাগার দ্বন্দ্বে মন ক্ষতবিক্ষত
আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো।
এই সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে মন দ্বিধাবিভক্ত
আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চলো।
তুমি আমাকে অন্তরঙ্গ বলেছিলে একদিন।
এতো বড়ো রঙ্গও জানো তাহলে!
পথে পথেই কেটে গেল বাকি জীবন
অবসান হলো না হাঁটার। শেষ হলো না ভ্রমণসূচি।
আমাকে আবার আসতে হবে। একা।
আমি হাত ধরেছিলাম বলেই প'ড়ে যাচ্ছি।
আজ তুমি না ধরলে বাকি পথটুকু কী হবে?

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে মনে পড়ে ঃ তোমাকে ভালবাসতাম একদিন।
মাঝে মাঝে আবার সেরকম ভালবাসতে ইচ্ছে করে।
কিন্তু তা আর হয় না। তা আর হয় না। আর না।

তোমার স্পর্শ

শরীরের ত্বকের মতো জড়িয়ে আছে আসক্তি
রক্তস্রোতের মতো দ্রুত ধাবমান আকাঙ্ক্ষা
সুখের মতো মাথা উঁচু অহঙ্কার

দুঃখের মতো পামীরপ্রমাণ অভিমান
নিজেকে কোনোমতে একা করতে পারি না
নিজেকে কোনোমতে নিঃস্ব করতে পারি না
ফলে তুমি আসতে পারছো না জানি
কিন্তু ভালবাসতে পারছো না কেন?
তোমার ছোট্ট সুগন্ধী ফুলের মতো?
তোমার এলোমেলো হাওয়ার মতো?
তোমার সব মুছে দেওয়া আকাশের মতো?
নাকি বাসছো, আমি টের পাচ্ছি না।
অসাড় চিত্তে বেজে উঠছে না তোমার স্পর্শ!

ঘুমন্ত

রবি এসেছে? রবি?
উদ্বেগব্যাকুল এক গলা স্নেহ
আজও ডুবিয়ে রেখেছে আমার চরাচর।
আকণ্ঠ পিপাসাতৃপ্ত আমি
ঘুমিয়ে পড়েছি তোমার দাওয়ায়।
আজ আর কিছু জানি না।

কোনোদিন

যতো চাই সহজে বোঝাতে
ততো বাড়ে দেখ জটিলতা
আর শুধু আমাতে তোমাতে
মনে মনে হয় ক'টি কথা।
এই শুধু। এইটুকু শুধু।
বাকি সব কাঁসাইয়ের জলে
বাকি সব পথে পথে ধুধু।
তোমার দুচোখ শুধু বলে
কথা। নীরবতা। দুটি চোখ
পলকে। সামান্য। এক কণা।
সহজ সরল এক আলোক।
কোনোদিন কিছুই বলব না।

হেঁটে যেতে যেতে

এর মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে
পথ চলতে চলতে আমার পথটুকু শেষ হলো না।
সবাই আড়াল ক'রে রেখেছে। সবার পিছনে রয়েছি আমি।
কী ভিড় কী কোলাহল কী জয়ধ্বনি আনন্দলহরী।
তোমার কি আর সেসব মনে পড়ার কথা, তবু ভাবি
যদি মনে আছে! যদি কোনো দিন কেউ এসে বলে
এই তো সেদিন তোমার কথা হচ্ছিল, তুমি নাকি—
ভাবি আর এর মুখের দিকে তাকাই ওর মুখের দিকে তাকাই
আর হেঁটে যেতে থাকি আমার বাকি পথটুকু

এই ডায়রী

সব ভুলে গেছি। কিছু মনে নেই। কিছু নেই।
তবু মনের গভীর অতলে গোপনে তুমি স্পর্শ করো।
আর আমার চোখের আকাশ বজ্রে বিদ্যুতে জলে ঝড়ে তছনছ হয়ে যায়।
আমি তবু কোনো স্মৃতিতে ফিরতে চাইনা। ভবিষ্যতেও।
অভিমানের চুড়োয় দাঁড়িয়ে দেখি ধূধূ চরাচর
পরতের পর পরত কী মিহি গেরুয়া ধুলো
মানুষের ঘর সংসার বাউলের আখড়া সন্ন্যাসীর মঠ
ঢেকে যাচ্ছে ধুলোয় ডুবে যাচ্ছে ইতঃস্তত সভ্যতার চিহ্নরেখা।
কে এসেছিল কে আসেনি কে আসব বলেছিল কে তাও না
সব ভুলে গেছি। কিছু মনে নেই। কিছু নেই।
এই মন ও আমি আর সঙ্গে রাখবো না। অপেক্ষা করছি শুধু।
পথের বাকিটুকু এসে গুটিয়ে মিশে যাবে এই প্রান্তে।
ধুলোর বাড়ানো দুটি হাতে তুলে দেব এই ডায়রী।

অপেক্ষা

কেউ নেয়নি? এসো আমি তোমাকে নিলাম।
তুমি কাদের কোন দলের কারা তোমাকে ফেলে গেছে
আমি কিছু শুধাবো না। এসো আমার সঙ্গে।
ভয় নেই। বিশ্বাস হারিয়ো না। আমার সঙ্গে এসো।
যেতে যেতে তোমার ক্ষয় তোমার ক্ষতি
তোমার শরীরের ভেতর লাঞ্ছনার দাগ মুছে যাবে
নির্মল হয়ে উঠবে তুমি। এই আমি অপেক্ষা করছি।

এরকম

এরকম কথা ছিলো না।
কেউ জানে না এর জন্যে কে দায়ী।
নিজেও কি জানি?
কার্যকারণাতীত জীবন নিংড়ে
একি বিষফুল ফোটালে!
এরকম তো কথা ছিলো না।

ভোরের দরজা

ভোরের দরজায় দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছো
একটু একটু ক'রে আলো ছড়াচ্ছো নিঃশব্দে
বিকশিত করে তুলছো বাগানের কুঁড়ি গুলি
তোমার সদ্যস্নান করা সিক্ত চুলের মতো অন্ধকার
তখনো লেগে আছে পাতায় মাটিতে মেঘে
প্রতিটি পাখির ডানায় হাত বুলিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছো
তোমাকে দেখে ঝ'রে যাছে বিন্দু বিন্দু শিশির
হাই তুলতে তুলতে আড়মোড়া ভাঙছে
ধুলোবালির পথরেখা, বাউলের একতারায়
কাঁপছে তোমার নাম হাওয়ায় হাওয়ায় তার বার্তা
এই ভোরের দরজায় তুমি আর একটু দাঁড়াও
তোমাকে আর একটু দেখি ঘুম তো ভাঙেই না

দেখা

এমনভাবে তাকাও যেন আমি না টের পাই
আমিও এমনভাবে তাকাই যেন তুমি না টের পাও
অথচ দুজনেই অনুভব করি এই চেয়ে থাকা
মাঝখানে অনুশাসনের অন্ধকার সাঁকো
নীচে শব্দহীন জলস্রোত আমাদের প্রবাহতরল বেদনা।

সাহায্য

তুমি আমাকে লিখতে সাহায্য করো
তুমি আঘাত করো
আমি বেজে উঠি
দেখ কী টান ক'রে বেঁধে রেখেছি আমার তার
তুমি স্পর্শ করো
আমি ফুটে উঠি
তুমি হেসে ওঠো আমি স্নানপান করি
একজন কবির জন্যে
এটুকু দিতে দ্বিধা করো না শুচিস্মিতা।

তিনি আমাকে

তিনি চাষবাস করতেন।
নিজে হাতে
বালি পাথর সরিয়ে
উৎপন্ন করতেন
নানা রকম
শস্য আনাজপাতি ফুলফল।

তিনি হেঁটে যেতেন।
যেতে যেতে
মেঘমন্দ্রস্বরে সহসা
বলে উঠতেন
মন শানাবে ....

তিনি সন্ধে বেলায়
বিষণ্ণ গম্ভীর স্তব্ধতায়
হঠাৎ কাউকে
জিজ্ঞেস করতেন—
রবি এসেছে?

তিনি আমাকে
এক ফালি বিশ্বাসের জমি দিয়েছেন
আমার অনভ্যস্ত আনাড়ি অকরিৎকর্মা জীবন
সে জমিতে সোনা ফলাতে তো পারেইনি
তাতে আজ
আগাছার জঙ্গল বিষপাতা কাঁটালতা।

একজন্মে

এই হাতেই সমর্পণ ছিল
সর্বান্তঃকরণ পূর্ণ ক'রে ফিরে আসা ছিল
এই মনেই টলমল করতো ভরা দীঘির
সহস্রদল পদ্ম
এই চোখেই বাতাস বইতো মধুময়
পথের ধুলো মধুময়
প্রতিটি তরুলতা হেসে উঠতো
এই জীবনই ছিল এক আশ্চর্য মল্লার

হয়তো সে আর কেউ। এই আমি নয়।

তবু এই পড়ন্ত বেলায় তাকে মনে পড়ে
তাকে ডাকতে ইচ্ছে করে।

আমাকে যে আবার আসতে হবে
তা কি এই শরীরেই হয় না?
এক জন্মেই কি মৃত্যু হয়না আমাদের?

প্রাসাদ

এ এক ধরনের শৌখিন হাহাকার
আত্মকেন্দ্রিক অন্তঃকরণের বিলাস

প্রবুদ্ধ অশ্বত্থের কথায় আমার লেখা থামে
নিজের দিকে তাকাই
ব্যাকুলতার চিহ্নমাত্র পাইনা

এ সমস্ত এক মস্ত গোঁজামিল
নিসর্গের গবাক্ষে উঁকি মেরে পেঁচা ব'লে ওঠে
আর জড়োসড়ো হয়ে উঠি।

ঠিক ঠিক হয় না ব'লেই এত দেরি
বলতে বলতে দ্রুত মিলিয়ে যায় পাথরের সিঁড়ি
আমি আর উঠতে পারি না

মৃত্তিকালগ্ন অজস্র শেকড় প্রাণপণে টানে
এক আকাশ ভার চাপ দিয়ে নুইয়ে দিতে থাকে
সংশয়ে সংক্ষোভে সমস্ত সংসার ঘিরে ধরে
অজস্র মুখের কথা বাগবিভূতি আমাকে পরিত্যাগ করে
আমাকে ছেড়ে পালায় আমার বেদনা

আমার বানানো প্রাসাদ
বাদবিসম্বাদ দলিল দস্তাবেজ
বিলিব্যবস্থায় ঠাসাঠাসি
মস্ত বড় একটা ফাঁকির হাসি কেবলই বিদ্রুপ করতে থাকে।

স্কুল

মস্ত উঁচু পাঁচিল বর্শামুখ লোহার গেট
রঙ করা দেওয়াল বড় বড় জানলায় কঠিন গরাদ
ছাত থেকে ঝুলছে ফ্যান
প্রায় বারোশো
অস্পষ্ট ছেলে মেয়ে
হাঁ করে তাকিয়ে থাকে
তাদের মুখে গেলাতে হয়
কগনেট অবজেক্ট সমীভবন আলয়বিজ্ঞান শূন্যবাদ
তথাগত স্বয়ং জানলার বাইরে আকাশে
কেন হাত মেলে বারণ করেন
ফলিত শূন্যবাদ?
প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ?
কিন্তু আমাকে যে পঞ্চাশ কিলোমিটার
ছুটোছুটি করতে হয় প্রভু!

অন্নদাস আমার
বোধি নেই বোধিবৃক্ষ নেই নিরঞ্জনা নেই
আছে শুধু ক্ষুৎপিপাসা ছায়াকুন্তির মায়ালোক।
তোমার নিজের মনে নেই?
সুজাতাকে ভুলে গেছ?

সীমারেখা

আমি তোমার পুত্র না প্রজা?
আজ তোমাকে উত্তর দিতে হবে

আজ প্রান্তে পৌঁছে গেছি আমি
এই শেষ রেখা
তার ওপারে যাবো
তার আগে তোমাকে বলতে হবে
আমি তোমার পুত্র না প্রজা?

আমার সব কৌতূহল নিবৃত্ত করেছে
দিন এবং রাত্রি
আকাশ এবং মৃত্তিকা
আলো এবং বাতাস
ওষধি এবং বনস্পতি
আমার আর কারো কাছে কোনো
জিজ্ঞাস্য নেই

শুধু এই রেখাটুকুর ওপারে
যাবার আগে
তুমি বলো পিতা
তোমার প্রকৃত পরিচয়

চিঠি

যখনই লিখেছি তার কথা
চিটি প'ড়ে গিয়েছে আকাশে
প্রাক পুরাণের মতো নীল
ভাসিয়ে দিয়েছি বর্ণমালা
একটি চিঠি লেখারও মতন
শব্দ নেই জলে স্থলে আজ?

সামান্য

ছুঁতে না পারার দুঃখ থাকুক
কথা বলতে না পারার দুঃখও

শুধু যেন দেখা হয়।

না পাওয়ার দুঃখও থাকল
না যাওয়ার না আসারও

শুধু যেন মনে থাকে।

বৃষ্টিধারা তুমি সব ধুয়ে দিতে দিতে
এইটুকু লক্ষ রেখো
সব ছিন্নভিন্ন করতে করতে মনে রেখো
বিদ্যুৎরেখা।

আনন্দজল

ক্লাশের শিকভাঙা মস্ত জানালাটার মতো আকাশ
ছেলেবেলার সেই মাটির শ্লেটের মতো তারার অক্ষর
অস্পষ্ট ধূসর মাস্টারমশাইয়ের মুখের মতো মেঘ
আর সমস্ত না পাওয়ার বিন্দুগুলি যেন এই বৃষ্টি

তারপর আর কিছু নেই তারপর আর কিছু নেই

এখন সামান্য মানুষের জীবন যেন গাছের একটি পাতা
ধুলোয় ধূসর পথের ধারের একটি মাটির বাড়ি
নিঃসঙ্গ কিনারে জলের দিকে ঝুঁকে থাকা শিকড়

তারপর আর কেউ নেই তারপর আর কেউ নেই

তারপর সেই চিঠি যার প্রতিটি অক্ষরে কালো অপমান
সেই শূন্যতা যার প্রতিটি পরতে পরতে দারুন বোকামি
সেই ভুল যার শিরা উপশিরায় ক্ষতির মরুজ্যোৎস্না

তারপর আর জানা যায়নি আর জানা যায় না জানা যাবে না

শুধু শিকভাঙা জানালার ভিতর দিয়ে পাহাড়ছোঁয়া হাওয়া
ক্ষয়ে যাওয়া অমসৃণ ব্ল্যাকবোর্ডে ধারণা ও জ্ঞানের পার্থক্য
আর লন্ড্রড় টালমাটাল এক বাসের ভিতর আসা যাওয়ার জীবন

আর সমস্ত না পাওয়ার মল্লাররেখায় আমার আনন্দজল

পিতামহ

পুরুলিয়া গিয়েও ভিক্টোরিয়া স্কুলে যেতে পারিনি
যদি দেখা হয়ে যায় যদি চিনতে না পারো যদি
আমার পোশাক আশাক কথাবার্তা চালচলনে ক্ষুব্ধ হও
যদি তোমার মনে হয় আমি তোমার যোগ্য উত্তরসূরী নই
যদি ভাবো আমি তোমার বংশের গৌরব ম্লান করেছি

পুরুলিয়া গিয়েও ভিক্টোরিয়া স্কুলে যেতে পারিনি
অথচ বইয়ের ভাঁজে রঙিন পালকের মতো স্মৃতির ওম

বাবার কাছে শোনা : ডি.আই. এসেছেন
ব্রিটিশ, তুমি ক্লাশ করছো, রগুড়ে কোনো মাস্টারমশাই
তোমার সম্বন্ধে কিছু ব'লে দিয়েছেন
সায়েব তোমার হাত থেকে চক নিয়েছেন
তুমি মাথা কামিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে

তোমার কোনো ছবি নেই আর
বাবা আমাকে দেননি

কিন্তু আমার চোখে কেন ভেসে ওঠে তোমার স্থিরমূর্তি
সমস্ত দুঃখের ঊর্ধে যার মাথা সমস্ত মৃত্যুর ঊর্ধে যার হাসি
বিচিত্র আঘাতে অভিঘাতে ফুটে ওঠা যার ব্রহ্মকমল
প্রভাতের তরুলতায় পুষ্পের বিকাশে পল্লবের হিল্লোলে
পাখির গানে ছায়ালোকের স্পন্দনে যার স্পর্শ পেয়েছি

আমি যে তোমাকে না দেখেও দেখেছি পিতামহ

প্রত্যেকের জন্যে

যারা কাছে আসতো চিঠি লিখতো যেতে বলতো আমাকে
যারা হাতে ক'রে আনতো ধান দুর্বাদল ঝাউপাতা বা দেবদারু
যারা আমার জন্যে অপেক্ষা করতো অপেক্ষা করতে অপেক্ষা করতে
যারা ভালবাসতো ভালবেসে বেজে উঠতো গানের মতন
যারা প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রকাশ করতো অন্তঃকরণের সুধা
যারা কঠিনতর নিবেদনে সার্থকতা খুঁজতো চরিতার্থতা
তাদের প্রত্যেকের জন্যে রেখে গেলাম আমার আনন্দ
অবসানহীন প্রাণের প্রাণ অনীশাত্মা জীবনের জীবন
আর আমার দুঃসহ দুর্গম পথরেখা অসমাপ্তির অভিমুখ।

রাজলিপি

আমারও ওইসব ছিলো। সবই। তোমাদের দম্ভ।
তোমরা রাজলিপি পাঠ করতে জানো না।
জানলে বুঝতে আমি রাজপুত্র।

সত্য

নিয়মহীন বন্ধনহীন সত্যের মতো স্বপ্ন
এ খেয়ালে আমার কি আসে যায়!
আমাকে খেটে খেতে হয় মহারাজ।
পুড়তে পুড়তে শিখতে হয় আগুনের সত্য
ভিজতে ভিজতে শিখতে হয় জলের সত্য
টুকরো হতে হতে শিখতে হয় মাটির সত্য
আমি কী করে বলবো, আমাকে মাতাল করে দাও
তোমার আনন্দে
তোমার প্রেমে।

মৃত বন্ধুদের প্রতি

চলে গেছ ব'লে আর নেই ব'লে এক একদিন
ঘুম না আসা রাতে
অন্ধকারের ভিতর
জ্যোৎস্নার ভিতর
জল ঝড়ের ভিতর
আকাশের মৌনের ভিতর
বেজে ওঠো আমাকে বাজাও
আমার জগৎ সংসার একটু স'রে দাঁড়ায়
ব্যস্ত সমস্ত চরাচর যেন একটু নড়ে ওঠে
যেন চারপাশের জলের ভেতর তলিয়ে যেতে যেতে
কেউ আমাকে একা রেখে নিঃস্ব রেখে ব'লে ওঠে
ঠাঁই নেই ভাই

চলে গেছ ব'লে তোমরা এতো সুন্দর হয়ে উঠেছো
কোথাও কোনো রিক্ততা নেই
কিছুই হারায়নি তোমাদের
শুধু আমার দুটি তীরের ব্যবধান বেড়ে যায়
অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমে আসে অশ্রুসিক্ত এক আনন্দ
আরম্ভ ও অবসানের সমস্ত মাঝখান জুড়ে
মস্ত একটা আভাস
একটা সজল ছায়া

জমি

জমিজমা বর্গায় গেছে।
শুধু এক ফালি
কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।
সেই বিশ্বাসের জমি
চাষ করতে শিখিয়েছেন
এক অলীক কৃষক।

অপসংস্কৃতি

অপসংস্কৃতির অবসানকল্পে এই মিছিল
এই প্রতিবাদসভা

অপসংস্কৃতির প্রকৃত অর্থ বিকৃত অভ্যাসজাত উৎকর্ষতা

বিকৃত অভ্যাস কী রূপ?

হিন্দি গান পপ ডান্স যৌনতামূলক ছবি ইত্যাদি।

গণনেতার বক্তৃতার মাঝে হেসে ওঠে তার বাড়ির কাজের মেয়েটি।

রিক্সা

এই বাঁকুড়া শহর রিক্সায় রিক্সায় ছয়লাপ
এখানে ট্রাম নেই টাউন বাস নেই ট্যাক্সির দূরত্ব নেই
রিক্সায় বাজার হাট দম্পতি বাউন্ডেলে চাষী
শ্মশানযাত্রী কবি হকার প্রসূতি মাইক মায় প্রাক্তন মন্ত্রী পর্যন্ত
সাইকেল রিক্সার ঘণ্টা পাগল ক'রে দেয় পথকে
হু হু গতি আতঙ্কে নীল করে যাত্রীকে
মাটির ঘোড়ার মতো ঋজুগ্রীব চালক নিঃশঙ্ক মাতাল।

জলের দাগ

রাতের জলের দাগ দেখে দিনে তুমি লজ্জা পাও
আর আমার পিপাসাসম্ভব মনোনীল
তরঙ্গের পর তরঙ্গ তোলে নিচু হয়ে আসে আকাশ
ভারি হয়ে আসে আবার বৃষ্টিবলয়
অশ্রুত অনাহত বজ্রে বিদ্যুতে ঝড়ো হাওয়ায় তছনছ হতে থাকে সব।

বন্ধুর জন্যে

বন্ধুর জন্যে রেখে দাও। আমার বন্ধুর জন্যে রাখো।
ওর স্নান পান ভোজনের স্থায়ী আশ্রয় নেই।
তোমার অতিথিবৎসলতা আদিম হয়ে উঠুক।
তনুসংহিতার অনুশাসনে উদ্বেল হোক তোমার রাত্রি।

আমার বন্ধু তোমাকে সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে।
আমার কাছে ভালবাসার কাছে আমার ভালবাসার কাছে।

কটাক্ষে

আবার ছন্দে ফিরে যাবার আগে
এই অমিতাচার। তুমি রাগ করো না।
গার্হস্থ্য থেকে পালিয়ে এই বাইরের পানভোজন
একটু স্বাদ বদলানো। তুমি জানো
আমার নিষ্ঠা আমার সততা।
একটু কোলাহলে ভিড়ে যাই, একটু
ঝাঁকের কইয়ে মিশে গিয়ে দেখি। তুমি
তীরে দাঁড়িয়ে হাসো
চেখে তাকিয়ে হাসো
কটাক্ষে উঠে আসব তোমার পাশে।

মুক্তো

ছটফটে এক পাখির
অশ্রুসজল আঁখির
শ্রাবণ আসে পোষে
এবং আমায় দোষে
সারা দুপুর কেবল।
তাহলে কি সে জল
মুক্তো হবে মালায়?
একটি পুজোর থালায়?

আর একটু পরেই

আর একটু পরেই সাতানব্বইয়ে পড়ব।
মানুষের হিসেব। মানুষের সীমারেখা।
আসক্তির বন্ধন। মুকুট। জয়পত্র। ইস্তাহার।
আর একটু পরেই পিছনে ফেলে দেব ছিয়ানব্বই।
আর একটু পরেই নতুন। কিছু স্তব্ধতা। কিছুটা
ফিরে তাকানো। থমকে চাওয়া। আর একটু পরই।
নতুন পরিকল্পনা। মানুষের মুক্তির
মানুষের জয়ের মানুষের পরিণামহীন উল্লাসের
আবার ব্যথাময় উত্থান। আবার শহর
শহরের গ্রামে গ্রামের আকাশের মাটির কানাকানি
আবার ভয় আবার আপন আবার হল্লা
লাল কার্পেট লাল শালু সবুজ পতাকা কালো নিশান
তোরণ পাথর সংঘ গঠনতন্ত্র কর্মসূচী রাজ্য কমিটি
সম্মেলন সম্মেলন সম্মেলন সম্মেলন সম্মেলন
আর সম্মেলন। আর একটু পরেই।
আর আমার অনন্ত শয়ন আমার বাসুকীশয্যা
আমার বইতে না পারা জীবন বইতে না পারা নৌকো
টলোমলো এক বিন্দু ভালবাসার জন্যে বেঁচে থাকা

ভোর

ভোরে উঠে এতো ভালো লাগে তবু উঠতে পারি না।

যেটুকু ঘটে খানিক নিরূপায় হয়ে বলতে পারো।

যেমন আজ রেবা রাকা স্কুলের পিকনিকে গেল।
একা একা সারা ঘর শূন্য ঘর ভ'রে উঠছে আলোয়
আকাশে স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত মেঘের টুকরো
দেবচক্ষুর মতো একটি দুটি তারা পৌরাণিক চাঁদের কলা
পুণ্যশ্লোক নাম নির্জন নিঃশব্দ ধ্যানের মুহূর্ত।

আজ হিমাদ্রি বুলু আসবে।
তারও আভা ছড়িয়ে পড়েছে ভেতরে।

আবার

এক এক সময় কোনো কিছুই ধ'রে রাখতে পারে না
একি নির্মোহ? একি অনাসক্তি?
শস্য সোনা নারী নাম পথের দুপাশে দ্রুত ছিটকে পড়ে
এক এক সময় একটা জটিল ব্যথিত আহ্বান
জন্ম ছিঁড়ে মৃত্যু তছনছ ক'রে আমার জীবন নিয়ে
জীবনের ঘুম ছুটিয়ে উর্ধশ্বাস!
আবার
ফিরে আসতে হয় নতমুখ প্রত্যেকের কাছে।

ঘুমের ভেতরে

আজ দেখতে ইচ্ছে করছে কীভাবে সারারাত শীতে
না ঘুমিয়ে একটু একটু করে উঁকি মেরেছে কুঁড়ি
মাঝে মাঝেই চোখ পিটপিট ক'রে তাকিয়ে থেকেছে পাখি
জ্যোৎস্নার আঁচলে শিশিরধোয়া হাত মুছেছে দেবশিশুরা
স্তব্ধ আকাশ স্তব্ধ মৃত্তিকা প্রার্থনা করেছে নিঃশব্দে
আমার জন্যে আমার ঘুমের ভেতরে এত সুন্দর ভোরের!

মুখের দিকে

আমার মুখের দিকে তাকাবে না ওরা।
আমার চোখের দিকে তাকাবে না ওরা।
একি দম্ভ নাকি ভয় নাকি পরাজয়?
আমি দুঃসাহসে সত্যি বলি বলতে বলি
বেপরোয়া ঢুকে পড়ি সভার ভিতরে
গিয়ে পড়ি অকস্মাৎ চুম্বনের মাঝে
উদ্যত মৃত্যুর সামনে দাঁড়াই সহসা
সমস্ত জন্মের জলে আমি ভেসে যাই
শুষে নিই আত্মা থেকে সমূহ উদ্ভিদ
ধর্ম থেকে খুলে নিই গোপন পল্লব—
আমার মুখের দিকে ওরা তাকাবে কি?

সহজিয়া

আমি যে খুব সহজ ক'রে বলি
যেমনভাবে বলে গাছের পাতা
ঝরতে ঝরতে যেমন ভাবে বলে
বইতে বইতে ব্যাকুল কোনো নদী
শীতের হাওয়া নাম না জানা পাখি।
আমি যে খুব সহজ ক'রে বলি
ভালবাসা কঠিন বড়ো, তাই
জটিল ব'লে তোমরা কেটে পড়ো
একলা আমি সহজ পথে যাই
কঠিন পথে সারাজীবন একা।
আমি যে খুব সহজে যাই আসি
চোখের জলে ভাসতে ভাসতে হাসি
মরতে মরতে এই যে আমার বাঁচা
এই তো আমার সহজ আমার সহজ।
এই তো আমার তোমাকে আজ পাওয়া
দু'হাতে তার তোমায় তুলে দিয়ে
ও বক্ষে তার তোমায় তুলে দিয়ে
সোহাগে তার এই যে সমর্পণ
এই যে সহজ এই তো আমার প্রেম।

গল্প

এমনি ভাবে বাঁচাই তাকে মারি।
কেমন করে? কেমন করে? সবাই
কৌতূহলে আমার মুখে তাকায়
গল্পটা আর বলা হয় না, হঠাৎ
একুশ শতক সভায় এসে হাজির।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঝলক হাওয়া
উড়িয়ে নিল রবীন্দ্রসঙ্গীত
পুড়িয়ে দিল কয়েক হাজার চিঠি
ওই মেয়েটি, প্রেমিকা এক কবির

অনেক রাতে আদিম সেই লোক
দরজা খুলে সটান আসে ঘরে
লুঠ করে নেয় কবিতা যাবতীয়
ভুল করে সে আত্মা ফেলে যায়
একটি মাত্র অকূল শয্যায়।

কৌতূহলে সারা শহর গ্রাম
ভীষণ সঙ্কীর্ণ সাঁকো বেয়ে
উঠে আসছে উঠে আসছে, তাকে
পাঁজরতলে লুকোই, ভগবান

এই প্রিয় নাম বাঁচাতে দাও তাকে
তোমাকে যে লজ্জা থেকে বাঁচায়।

আর একটি ভুলের জন্যে

এত ভুল করেছি জীবনে যে তার আর হিসেব নিকেশ নেই
তবু আর একটি ভুলের জন্যে প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করে
যেন আর একবার ভুল হয় আর একবার ভুল হয় আমার
আমি চিনতে পারিনি এই ভুল
আমি বুঝতে পারিনি এই ভুল
আমি অনুভব করতে পারিনি এই ভুল
আমি অপমান করেছি আমি আঘাত করেছি
আমি ঘুম কেড়ে নিয়েছি রাতের
আমারই জন্যে হয়নি স্নান
আমারই জন্যে হয়নি খাওয়া
আমাকে ভালবেসেই একান্ত গোপন অশ্রু টলমল করে ওঠে চোখে
আমারই প্রাক্তন আমারই সঞ্চিত আমারই ক্রিয়মান
প্রারব্ধ শুষে নিয়ে ভাগবতী তনুর অসুখ
এই রকম
এই রকম সব কিছু
অথচ আমি টের পাইনি কোনোদিন
আমার অসাড় চৈতন্য কতোদিন তিনি স্পর্শ করেছেন
আমি জেগে উঠিনি
এইরকম ভুলের জন্যে প্রার্থনা করতে চাই
যেন আমারই ভুল হয়, সখা
তোমার নয় তোমার নয় তোমার নয়।

গল্প

আমার শৈশব একটি নদী নিয়ে চলে গেছে দূরে
আমার কৈশোর একটি নদীর কিনারে ছোট গ্রাম
তারপর কিছু নেই তারপর কোনো গল্প নেই।
আজ মেঘলা বিকেলের মন কেমন হাওয়া
আজ স্তব্ধ অবেলার সুদূরতা মায়া
আর একটি নদীর জলে ডুবে যেতে চায়।
নদী মানে দুঃখ শুধু নদী মানে হাহাকার শুধু?
নদী মানে তৃপ্তিহীন চঞ্চল কিশোরী কিছু নয়?

মনে আছে, মধুবন? মনে আছে, রেবা মন্ত্র জপ?
কে আমাকে কবি করে কে যে দেয় নিবিড় সন্ন্যাস!
শুধু এই। শুধু এই। অন্য কোনো গল্প নেই আর।

লিখতে দাও

এই যে অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে
এই যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না
আর ব্যর্থতার স্তূপ জমছে দিনের পর দিন
আমার এই অপ্রেম আর কতো দিন বহন করব, পিতা?
এই পরিণামহীন বেদনার অবসান হোক
আলোকিত হোক প্রতিটি গোপন রন্ধ্র
ধুলো থেকে বালি থেকে পথে পথে ওড়া পাতা থেকে
যেন তুলে আনতে পারি সত্যের মণি-মুক্তো
ব্যর্থতা থেকে পরাজয় থেকে
আঘাত ও অপমান থেকে যেন ছেনে আনতে পারি আনন্দ
প্রতিটি রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত ক'রে ফিরে এসেছি
হে প্রেম, সেগুলি উন্মুক্তই
আমি দেখতে পাইনি
আমার স্বার্থ আমার সংস্কার আমার সমূহ সংসার
আমাকে প্রবেশ করতে দেয়নি
আমার দৃষ্টিকে বিকৃত করেছে
এবার এসবের অবসান হোক
আর যে ভালো লাগছে না আমার
আমাকে লিখতে দাও এবার ঃ
যা বলেছি সব ভুল যা লিখেছি সব বানানো।
কোথাও দুঃখ নেই কোথাও আঘাত নেই অপমান নেই
কোথাও মালিন্য নেই এতটুকু
সব সুন্দর
সব আনন্দরূপমমৃতং
আমাকে লিখতে দাও, পিতা।

আমার পাঠককে

আজ আমি মার্জনা চাইছি আপনাদের কাছে
আপনাদের সহিষ্ণুতা সীমাহীন, জানি,
প্রমত্ত প্রলাপগুলি তাই এত সহ্য করেছেন
রসের বিকার বড় বেশি পীড়া দিয়েছে চিত্তকে
উন্মাদ কবির জন্যে সহৃদয় হৃদয় সম্বাদ
ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করা কি উচিৎ
তাই ক্ষমাপ্রার্থী আজ।

এখন অজস্র কবি, কবিদের মিছিল চলেছে
যে কেউ মিছিলে এসে ঢুকে যেতে পারে
আস্তিন গুটিয়ে চলছে চলবে বলে গলা খুলতে পারে
কী চলছে কী চলবে কিছু জানার দরকার নেই আজ

ছন্দোহীন ভাষাহীন ভাবহীন কবির প্রলাপে
কতখানি আনন্দিত হয়ে ওঠে আমাদের হৃদয় জানি না
কতটা কানের তৃপ্তি হয়
কতখানি কলাবোধ তৃপ্ত হয়ে ওঠে
বুদ্ধি কতখানি?
কিছুই কি জানি!
শুধুই উচ্ছ্বাস শুধু প্রমত্ত দুর্বার উত্তেজনা
কাব্যের ভুবনে।

আমি সেই মিছিলেরই একজন উন্মাদ
নিজে ক্লান্ত অবসন্ন, মাফ চাইছি, পাঠক আমার।

কোনারক

সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে আমি জানি না
সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম

সকালে সব এত ভেজা এত বৃষ্টিময় যে
আমি ওকে ছুঁতে না ছুঁতেই টলমল করে উঠল

বহুদিন আমার বন্ধু আসে না বহুদিন আমরা তাকে
মেঘের বালিশ দিইনি বৃষ্টিপূর্বের স্তব্ধতা দিইনি

ঘুমের সময় আমাদের শরীর মন নাগালের বাইরে
তখন কেউ এসে ফিরে গেলে আমরা নিরুপায়

দুঃখের মর্যাদা নেই অভিমানের বেদনা বোঝে না হাওয়া
পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বহুকাল কোনারক

হোম

কেন যে বার বার ডেকেছি মৃত্যুকে
কাকে যে ভালোবাসি বুঝি না কিছু
কোথায় যেতে চাই কিসের হাহাকার
কেন যে ছিন্নমস্তা পূজা

এই যে শরীরের ভীষণ পিপাসায়
মনের স্তরে স্তরে এমন ঝড়
ব্যাকুল সত্তাকে এভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে
আত্মহননের কষ্ট চাই

আদিম লতাপাতা ধুলোর ঘূর্ণিতে
অন্ধ ঝড়ো রাগ কী আক্রোশ
শ্মশান তান্ত্রিক তারার মালা জপ
লক্ষ পৃথিবী কী তোলপাড়

ধ্বংস ক'রে যাই স্বপ্ন সসাগরা
ধ্বংস ক'রে যাই মুক্তিবীজ
ধ্বংস ক'রে যাই নিজের মাথা কেটে
সমূহ যন্ত্রণা উন্মাদের

তাই এ ভয়ানক পিশাচ রাত
তাই এ নিদারুন পিপাসাময়
তোমাকে তুলে দিই সঘৃত অগ্নিতে
হে প্রেম, তাই এ পূর্ণাহুতি

ফেরিঅলা

নতুনচটিও ফেরিঅলা হয় শেষে
দুপুরের সুর ছড়িয়ে জড়ায় ছায়া
পুরনো কাগজ খাতার সঙ্গে মেশে
'ছেঁড়াখোঁড়া কবি' কণ্ঠে ঝরায় মায়া

কিনে নেবে তবে পুরনো কাগজঅলা
ফেরিঅলা হলো তাহলে নতুনচটি
ছেঁড়াখোঁড়া কবি ডুবে আছে এক গলা
জীবনের ঋণে কবিতা মাত্র ক'টি

বৃষ্টির মেঘ

ঘাসের জঙ্গলে রোজ বৃষ্টি হয় আর তার লোভে
একজন কবি ঠিক রাত হলে শুয়ে থাকে গিয়ে
তৃষিত চোখে ও মুখে ঝরে তার অনুনয় ভয়
কবির হৃদয়ে আছে মরভূমি সমুদ্রও আছে
জলের পিপাসা আছে দ্রাক্ষাকুঞ্জ আছে আছে মদ
রাশি রাশি কবিতার প্রমত্ত তরঙ্গ আছে ঢের
শুধু বৃষ্টি বেশি নেই তাই লোভ এমন পিপাসা
সমস্ত হৃদয় তার খুলে রাখে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে নেবে বলে
বন্ধু মেঘ ব্যস্ত বড় বড় বেশি ছুটোছুটি তার
মাঝে মাঝে ছুটে আসে সহসা আকাশ ছেয়ে বনে
দু-একটা কুশল কথা বলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ঝ'রে পড়তে আহা
ভালবেসে ঝ'রে পড়তে কবির হৃদয়ে গুহামুখে
তার চণ্ডবেগে সব হাজারদুয়ারী পুরী আলোকিত হয়
বৃষ্টির আঘাতে বাজে সব তারে তারে সেই আশ্চর্য মল্লার
আনন্দ-সমুদ্র মত্ত হয়ে ওঠে কবিকে ভাসায় ক্রমাগত
সজল সৈকত জুড়ে সংজ্ঞাহারা কবি শুয়ে থাকে সারারাত।

হাত

আমার সখার হাত ধরো তুমি সঙ্কোচ করো না
এই নদী খরস্রোতা সাঁকো নেই আমরা পেরোবো
কঠিন কুটিল জল তীক্ষ্ণমুখ পাথর পিচ্ছিল
সখা সব অন্ধিসন্ধি জানে এ নদীর চতুরতা
অর্জিত দক্ষতা তাকে সুপুরুষ সাহসী করেছে
সর্বোপরি ভালবাসে সে আমাকে তোমাকে, কাজেই
নির্ভরতা ভালো, এসো হাত ধরি নেমে যাই জলে।
কেন এ নদীতে আসি তা আমরা ভালোই জানি আজ
কেন তার জলে নামি দমবন্ধ পারাপার করি
প্রাকৃতিক স্রোতে ভাসি ভাসতে ভাসতে বহুদূর যাই
শ্যাম জঙ্গলের দেশে অন্ধকারে কোটি কোটি জোনাকির দেশে।
আমরা অনেক জানি, তবু সখা জানে আরো বেশি
সে জানে কোথায় আছে রক্তলাল প্রবালের পাড়

অক্ষত অরণি আর ঘুমন্ত অগ্নির শিরা স্নায়ু
আশ্চর্য জটিল বাঁকে ঝলকে ঝলকে ওঠা জল
সুদক্ষ শিকারী হাতে ঝলসে ওঠা আদিম বল্লম
সে জানে বাঘমৌ জানে শ্বাসরোধী চাক ভেঙে মধু খেতে তার।
অমিত নির্ভর ওই হাত ধরি এসো কোনো সঙ্কোচ করো না।

সৈকত

ক্রমশ পিছিয়ে যায় প্রিয় পংক্তি পাবার সময়
পড়ে থাকে শাদা পাতা পড়ে থাকে খোলা নিব আলো

ধূ ধূ পথে পথে যায় দিন যায় রাত পাতা ঝরে
ঝরে দুঃখ সুখ ব্যথা ভয় ভুল অভিমান জীবনের দেনা

সব প্রতিশ্রুতি লগ্নে থাকে ব্যর্থ নক্ষত্রের রোষ
সমস্ত স্বপ্নের জলে কে যেন মিশিয়ে দেয় সংগোপনে বিষ

কতোবার মৃত্যু আসে অপমৃত্যু আসে ফিরে ফিরে
জন্মের নূপুর হয়ে পায়ে পায়ে তাতল সৈকতে চিরকাল

প্রিয় পংক্তি বহুদূর মধ্য সমুদ্রের বক্ষে আবেগে অস্থির
পড়ে থাকে শাদা সিক্ত সজল সফেন দিনরাত্রির সৈকত

উজান

আমি ব'সে থাকি তীরে জলের শঙ্খের মতো রক্ত নেচে ওঠে
সে এলে করি না দেরি হাতে ধ'রে তুলে নিই নৌকোয়
দড়ি খুলি ধরি দাঁড় দ্রুত পায়ে বসি গে গলুইয়ে
স্রোতের বিরুদ্ধে টানি ছপাছপ ধীরে ধীরে এগোই সম্মুখে
চাঁদ ডুবে যায় জলে আকাশে সে খুলে রেখে শাড়ি
তীরের জঙ্গল থেকে ভেসে আসে বাতাসের আনন্দ-শীৎকার
তুমি তাকে কষ্ট দাও শ্রমসিক্ত শ্বাসরোধ করো
খুশি মতো শুষে নাও ডোবাও পাতালে টেনে মূল
সে তোমাকে জ্বেলে যায় যে তোমার শিরায় শিরায়
আনন্দ-আগুন জ্বালো ফিনকি দিয়ে ওঠে তার শিখা
গলুইয়ে আমার রক্তে হৃৎপিণ্ডে বাহুতে দৃঢ় দাঁড়ে

নৌকো দ্রুত বেগে ধায় আমি শুধু ব'সে থাকি একা
ছইয়ের ভিতর থেকে আগুনের হল্কা এসে লাগে
আমার সর্বাঙ্গে জ্বরে কেঁপে উঠি সুখে কেঁপে ওঠে সুখে জল
সে তোমাকে তুমি তাকে দেখাও আমিও দেখি তীরে দাবানল।

ক্ষতিপূরণ

আমি অদীক্ষিত ব'লে বাইরে থাকি আগুনের ঝড়ে
ভিতরে ঈশ্বর এসে দরজা বন্ধ করে স্নান আহ্নিক করেন।

কৃপা ছাড়া কিছু হয় না দরজা বন্ধ থাকে চিরকাল
সমস্ত সোনার পদ্ম হেসে ওঠে গ্রাম্য পিপাসার্ত চোখে দেখে।

সহসা আমার বন্ধু ভ্রাতার মতন এসে উপস্থিত হয়।

আমার সমস্ত ক্ষতিপূরণের জন্যে পথে নারীরা মিছিল করে যায়
ঈশ্বরের কাছে আজও বারোমাস তেরোটি পার্বণে বারব্রতে।

ভাস্কর্য

যতটুকু দেখা যায় তার বেশি লেখা কি সহজ?
এ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।
যতটুকু শোনা যায় তার চেয়ে বেশি?
আর একটু উৎকর্ণ হও।
আমি অনুনয় করব অন্ধকার ঘন হয়ে গেলে
আমি অনুনয় করব হাওয়াকে সুস্থির হতে বলে
নিষ্পলক চেয়ে থাকব
যতটুকু শুষে নিতে পারে এই চোখ
যতটুকু শুষে নিতে পারে এই কান
আমি প্রাণপণ করব
তবু তাকে সম্পূর্ণত দেখাতে পারব না
ওই গ্রিক দেবতার বিপুল পিঠের তলে, শুধু
দুটি উত্তোলিত পা'র পাতা
দুটি তীব্র হাতের আঙুল ...
দুটি চারটি আহত শীৎকার ...

নাম

আমি ঈশ্বরের জন্যে বিশ বছর পুড়িয়ে দিয়েছি
তিনি কি আমার জন্যে তাই এই যন্ত্রণা দিলেন?
এসব কূটতর্ক থাক আমার সময় হাতে কম
যারা আসবে এই পথে যারা আর আসবে না এ পথে
উভয়েরই জন্যে আমি ভালবাসা রেখে যেতে চাই
তবু ব'লে যেতে চাই তাঁর জন্যে পোড়াও জীবন
বিনিময়ে হাত পেতে নিও বিষ জর্জর ব্যথায়
জন্মের মৃত্যুর মালা জপ করো নাম নাও তাঁর নাম নাও।

লোভ

সবচয়ে ব্যর্থ বলে অপদার্থ বলে এত পিছু
আড়ালে লজ্জায় থাকি সসঙ্কোচে থাকি।
খুব আস্তে কথা বলি এলোমেলো বাতাসের কাছে
ফুলের গন্ধের কাছে জড়োসড়ো সামান্য দাঁড়াই
বৃষ্টিকে দেখাই দুঃখী একটি জামা অনুনয় করি
না ভেজাতে, মুছে ফেলি চোখের জলের দাগ ভয়ে
সে এলে সে বন্ধু এলে যাতে কষ্ট না হয় কখনো।
মোটে তো কয়েকটা দিন কোনোমতে কেটে যাবে ঠিক
এমন সুন্দর জন্ম আর কখনো পাবো না ভেবেই
পৃথিবী, তাকিয়ে আছি তৃষাতুর লোভীর মতন।

বৃষ্টি

বৃষ্টিকে এ বক্ষে শুষে নিতে চাই ব'লে
প্রতিদ্বন্দ্বী হলো জ্যৈষ্ঠ অন্ধ কুয়োতলা
সন্ন্যাস পিছিয়ে দিতে বাস্তুসাপ ঢেলে দিল বিষ
ধর্ম ঝ'রে পড়ল রাতে গার্হস্থ্য শয্যায়
আকণ্ঠ চুম্বন করলো এমন মাতাল
রাত কাটল অন্ধকার ঘাসের জঙ্গলে
বৃষ্টিকে এ বক্ষে শুষে নিতে চাই ব'লে।

দুপুর

আমার দুপুরগুলি কেড়ে নেয় ছেলেমেয়েদের ক্লাশগুলি
জানালায় জানালায় ধূ ধূ মাঠ প্রান্তর পাহাড়
দেখা যায় না একটি ছোট দুঃখী নদী পাহাড়ের পাশে
শোনা যায় না একটি ছোট ঝর্ণাধারা কথা ব'লে যায়
ব্ল্যাকবোর্ডে তখন দ্রুত কজিটো আরগো সাম লিখি
কগনেট অবজেক্ট কাকে বলে? ইউ স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ
অথবা টলস্টয় বলি আই লাভ ওয়াটার ওয়াটার লাভস মি
ঘণ্টা বাজে মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজে বিকেল অবধি
বিচিত্র দুপুরগুলি মুছে নেয় গাঢ় নীল ডাস্টারে আকাশ।

রূপ

তোমার জন্যে সময় নেই একথা বলবো না।
আমার ভিড় ভর্তি বাসে ফাইভ থেকে টুয়েলভ ক্লাসে
মুদিখানায় রেশন শপে আনাজপট্টিতে
তোমাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি তোমাকে নিয়ে সব।
তথাপি যেন কোথায় নেই; কোথায়? আমি পাইনা খেই
বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকো ঈশ্বরীর মতো?
দিনের মধ্যে একটি বার সামনে তুমি বলো আমার
যেমন ভাবে ভবতারিণী রামকৃষ্ণের কাছে
দিতেন দেখা, তেমনি একা, কবিতা, তুমি না দিলে দেখা
কষ্ট ক'রে বাঁচার স্বাদ কোথায় এ জীবনে?

তীরে

মনে হয় কোনোদিন দেখেছি তোমাকে
তার কোনো স্মৃতি নেই অশ্রুবাষ্প আছে
হৃদয় আকাশে তাই এত মেঘ এলোমেলো হাওয়া
আমার তো বৃথা আসা যাওয়া
তবে কেন বৃষ্টি, তুমি ভিজিয়ে দিয়েছ এ জীবন?
তুমি কেন মনে রাখো আমাকে এমন?
পিছু পিছু এত দূর সঙ্গে সঙ্গে এলে বিষণ্ণতা!

আর কোনোদিন আমি তাকাবো না ও মুখের দিকে
অভিমানগুলি ঢেকে দিয়েছে সৈকতে শাদা বালি
এখন দাঁড়িয়ে আছি তীরে একা খালি
আমার পায়ের তলে ভেঙে পড়ে ঢেউ আর ফেনা।

নচিকেতা

যেকোনো মুহূর্ত থেকে শুরু করা যায়
অনেক গিয়েছে জানি কিছু তো রয়েছে
সেটুকু এবার বক্ষপঞ্জরের থেকে
তুলে এনে ছড়াবার সময় হয়েছে
অনেক নিয়েছ শুষে এবার বিলাও
বিন্দু দিলে সিন্ধু হয়ে ফেরে
কে বলেছে আলো নেই প্রেম নেই আজ
বিশ্বাসের ছবি রোদ দেখায় জগৎ
প্রতিদিন আশা আনে ভালোবাসা আনে
মাটি আর আকাশের পুরনো পৃথিবী
দু'হাতে বিলায় ছায়া ফুল ফল গাছ
জীবনের গান গায় ডানা মেলে পাখি
মানুষের সম্ভাবনা শিশুর মুঠোয়
মানুষের স্বপ্ন নবজাতকের চোখে
মানুষের সত্য জানে নচিকেতা; তুমি
ফিরে এসো যতটুকু বাকি আছে হাতে
তোমার জন্মের কোনো শেষ নেই জেনো
শেষ নেই আমাদের হাজার মৃত্যুরও।

কেউ নেই

কেউ নেই ঘরের ভিতরে
মনে হয় তবু যেন কেউ
শুয়ে আছে বিছানায় একা
কেউ নেই বারান্দায় বসে
তবু মনে হয় কেউ আছে
তাকিয়ে আমার দিকে যেন
একাকী পথের মধ্যে কেউ
দেখা দিয়ে মুহূর্তে মিলায়
যেন পাশাপাশি হাঁটে; তাকে
যেন দেখি ফুটে ওঠা ফুলে
জীবনের অবিমৃশ্য ভুলে
ধুলোয় বালিতে অপমানে
বুকের ভিতর থেকে উঠে
কে ছড়িয়ে গেছে সবখানে!

বন্ধু

কিছুই প্রত্যাশা নেই, দিতে চাই, শুধু দিতে চাই
সর্বস্ব দু'হাতে তুলে দেব ব'লে অধীরতা এত।

তবু সে কি নির্বিকার ফিরেও দেখে না একবার
মনেও রাখে না কিছু ঃ আমি ফিরে আসি সন্ধে বেলা।

আমাকে শেখায়

কবিতাকে মাঝরাতে তুলে দি বন্ধুর হাতে আমি
সে জানে না লিখতে টিখতে সে জানে না হৃদয়ের খেলা
সে জানে ঘুমন্ত সব শিরা উপশিরাকে জাগাতে
সে জানে শূন্যের চূড়া পাতালের আগ্নেয় গহ্বর
ঝলকে ঝলকে তুলতে গঙ্গাজল জটার জঙ্গলে
কবিতাকে ভালোবাসতে সেই এসে আমাকে শেখায়।

একদিন

যে কথা বলেছি তার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল।
সত্য ছিল, সত্য, যাকে কলির ঈশ্বর বলে লোকে।
তাই তারা পড়ে আছে পথের ধুলোর জলে ঝড়ে
তাই তারা লেগে আছে ডানার শিকড়ে জলে ঝড়ে
তাই তারা ভেসে যায়নি ভেঙে যায়নি হাসির গমকে
গ্রীষ্মে পুড়ে শীতে কেঁপে চেয়ে আছে স্থির
একদিন কেউ এসে হাতে তুলে নেবে ব'লে আছে
একদিন কেউ এসে ভালবাসবে ব'লে জেগে আছে
একদিন একজন এসে নিষ্ঠুরকে সরাবে বলেই
সুন্দরের ধ্যানে তার কাটে অন্ধকার দিনরাত।

যে কথা বলেছি তার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল।
সাধ্য কি ডিঙিয়ে যায় নদী তাকে বাঁকে তার পথ
পাথর লজ্জায় দ্রুত ঢালু হয়ে নেমে যায় জলে
আকাশ অনেক উর্ধে উঠে যায় রক্ত ফেটে পড়ে জবা গাছে
সন্ন্যাসী গার্হস্থ্য খোঁজে পড়ে থাকে বানানো আশ্রম
যে কথা বলেছি তার চূড়ায় চূড়ায় ভর ক'রে
মানুষ একদিন ঠিক জেনে যাবে কার নাম লেখা ছিল হাড়ে
কে নোংরা করেছে আহা সুন্দরের সহজ শরীর।

ইচ্ছে

আর একটু ব্যাকুল হলে ভালো লাগত আর একটু কাতর
নিস্পৃহ নিথর জলে স্নান করতে সংকুচিত হই
আর একটু চঞ্চল হাওয়া আদিমতা নিয়ে আসত যদি
এই বনে এই মনে এই রাত্রি নদী তীরে, যদি ওই চাঁদ
আর একটু উন্মাদ হয়ে ঝাঁপ দিতো দিগন্তের বুকে
যদি দস্যুতার থাবা আর একটু গভীর হত নিস্তেজ সত্তায়
কয়েকটি কবিতা আসতো বেজে উঠতো গোপন বেদনা।

এই যে পিপাসা কণ্ঠ ছুঁয়ে যায় জলমগ্ন এই সুখ জুলে
সর্বাঙ্গে সত্তায় রমাব্যথাতুর এর কোনো শেষ নেই জানি
শুষে নেয় সব জল তাতল সৈকতে ওই বালুর হৃদয়
তবু ইচ্ছে, যদি আরো আরো তাকে পাওয়া যেত, তবু ইচ্ছে হয়।

অযোধ্যা

তোমার ভিটে নিয়ে জ্ব'লে উঠেছে আগুন
ভস্ম হয়ে যাচ্ছে আমাদের আত্মা
কালো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে বিবৃতি
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঘরে হচ্ছে হিসেব।

তুমিই হত্যাকারী তুমিই হন্যমান
আমি কাকে ভালবাসবো? আমি কাকে
ডেকে বলবো
শরীর না, নিপাত যাক আমাদের
অপ্রেম
অমানুষিকতা।

শান্ত হয়ে আসে আদিম উল্লাস
স্তব্ধতায় ভেসে আসে
আলফা টু টাইগার ... কলিং লায়ন কনগ্রাটিস অল ...
শুধু গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া রক্তের ধারায়
ভিজে যায় খরা কবলিত মায়ের শুকনো চোখ।

পথকে পথ পাথরকে পাথর

লেখা হয় না লেখা হয় না আমার কিছু লেখা হয় না
সেইসব পাথরের কথা সেইসব আগুনের কথা
সেইসব প্রত্নযুগের ফসিলের কথা আদিমানবের গল্প
আমি কী ক'রে বেঁচে রইলাম তার কল্পকাহিনী
কী ক'রে এই আকাশের তলে পথের ধুলোয় শুয়ে আছি
তার কথা আমার লেখা হয় না সময় ফুরিয়ে আসে
তারারা নিষ্প্রভ হয়ে আসে ডুবে যায় চাঁদ
কাঁসাইয়ের জলে ভেসে যায় আমার ঝর্ণা কলম
কাঁসাইয়ের বালু শুষে নেয় আমার সমস্ত শেকড়
আমার ঘুম পায়, ক্লান্ত অবসন্ন হন্যমান আমার সত্তা,
আমার কিছু লেখা হয় না আমার কিছু বলা হয় না
আমার ভয় করে, হে সূর্য, হে পূষণ, আমার ভয় করে
মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না সহজে, তুমি
আলোকিত করো না সব প্রকাশিত করো না সব কিছু
পথকে পথ পাথরকে পাথর জলকে জল ভাবুক সকলে
আরো কোটি বছর এইভাবে কাটুক, বেদনার হাহাকারে
আমি ঘুমিয়ে থাকব তোমার ভিতর আলোর ভিতর
আলোকে কেউ দেখতে পায় না আজও, সেইসব দেখায়
পথকে পথ পাথরকে পাথর জলকে জল।

একদিন

আমাকে যতই ভাঙো অপমান করো নষ্ট করো
তোমার খেলার মজা আর জমবে না।
যতই তাড়াও দূর করো আজ জেনেছি যা তুমি তারো বেশি।
আমাকে কীসের ভয়? আমি কোনোদিন
কখনো গলির বাঁকে প্রতিশোধ নিতে দাঁড়াবো না।
দেখা হবে একদিন। একদিন মুখোমুখি ঠিক দেখা হবে।

প্রান্তর

তেলোভেলোর দুস্তর মাঠে হৃৎকম্প ওঠা ডাক ঃ কে যায়
তোমার মেয়ে গো বাবা

মা, তোমার স্নেহকণ্ঠে ধন্য সেই ডাকাত ঘাতক
ধন্য সে দম্পতি তুমি শয্যা নিলে তাদের কুটিরে
তাদের আশ্রয় দিলে
অহৈতুকী কৃপা—

আমার প্রান্তর শুধু ধূ ধূ সীমাহীন অন্ধকারে মাগো
এ পথে পড়ে না বুঝি কোনোদিন কোনো কাজ আর?

ভয়

তোমার যে কষ্ট হয়, তবু এত শীতে চলে গেলে!
হাড় হিম হয়ে আসে, বরফের মতো জল বালি ও পাথর
এখানে আগুন ছিল, আমার দুঃখাগ্নি কাছাকাছি
সংসারের আঁচ ছিল জ্বলন্ত তরল নীল নতজানু বেলা
আমাদের দুঃসাহস আমাদের সর্বস্বান্ত খেলা
তোমার কেন যে এত ভয়, এমন পালিয়ে যাওয়া সাজে?
বড় শীত, কষ্ট হয়, শীতে খুব কষ্ট হয় জানি
তোমাকে কার্পাস দেব তোমাকে পশম দেব সাধ্য কি আমার
বুকে যে দুঃখাগ্নি আছে নষ্ট নীল ভালবাসা আছে
সে পারে তোমাকে শুষে নিতে; ভয়, নেই তবে ভয়!

স্বভাব

স্বভাবে হারাই পথ বার বার ভুল করি খেলার নিয়ম
অন্তরাত্মা দিয়ে সব শুষে নিই পেটুকের মতো মনোহীন
তুমি তাই ভয় পাও মিথ্যা কথা বলো চলে যাও
তোমার মুখের দিকে তাকাবো না এই ভুল অধিকার করে
এখন স্বভাব; তাই ছলহীন চাতুরীবিহীন এই ঘৃণা
ফুটে ওঠে ফুল হয়ে টবে টবে আদিম বিষাক্ত তীব্র লাল

আকাশ

আমার চ'লে যাবার সময় বিদায় জানায় ছলো ছলো চোখে
আমার ভুলে যাবার সময় নীলে নীলে ঢেকে দেয় সবকিছু
আমার ভেঙে যাবার সময় তারায় তারায় টুকরো টুকরো হয়
আমার অপমানের সময় মাটিতে মিশে যায় নেমে এসে
আমার ভালবাসার সময় হৃদয়ে এসে প্রবেশ করে অবাধে
আমার ভালবাসার বেদনায় ভাষাহীন নির্বাক রোদনমৌন তার মুখ
আমার না লিখতে পারার কষ্টে কী গহন গম্ভীর উদাসীন তার ধ্যান
আমার বেঁচে থাকার আমার বেঁচে থাকার মাটিতে তার অভিমান লুটোয়।

অলিখিত

যে কবিতাটি এখনো লেখা হলো না ব'লে কথা বলি হাসি
স্কুলে যাই পড়াই বাজার করি আড্ডা দিই
ভালবাসি ঘৃণা করি
জ্ব'লে উঠি নিভে যাই
উড়ে বেড়াই পুড়ে বেড়াই
ধর্মে ও অধর্মে অবাধে স্পর্শ করি মর্মমূল
যে কবিতাটি এখনো লেখা হলো না ব'লে ম'রে যাই বেঁচে থাকি
আর ম'রে যাই
আর ভার বহন করি মানব জন্মের মতো
তারই আনন্দ তারই আগুন
গার্হস্থ্য আর সন্ন্যাসকে এক মুঠোয় রাখে
অবসানহীন খিদেয় আর তৃষ্ণায় ঝ'রে পড়ে।

চূড়ান্ত

কবি সব দিতে পারে তবু তাকে উপেক্ষায় ফেলে
কষ্ট দিতে ভালো লাগে? কষ্ট দিতে সুখ হয় এত?
কবি কষ্ট পেলে হয়তো উঠে আসবে একটি কবিতা
কবি কষ্ট পেলে হয়তো ফুটে উঠবে তোমার কুসুম
সেই সব? যে তোমাকে অনেক অনেক বেশি দিতো
কবির হৃদয়ে আছে সসাগরা ধরিত্রীর বিভা
তোমাকে উৎসর্গ করতে থরো থরো চূড়ান্ত প্রতিভা।

শূন্যপুরাণ

"পাথর, দেবতা ভেবে বুকে তুলেছিলাম, এখন
আমি তোর সব কথা জানি"—শঙ্খ ঘোষ

প্রকৃতি রহস্যে রাখে তাই তার মায়াজাল মোহজাল এত
সমস্ত জানার পথে পদে পদে বাধা আর বাধার পাহাড়
তবুও পাহাড় ভাঙে মায়াজাল ছিঁড়ে ফেলে কেউ
আর খুব একা হয় একা হয় খুব বেশি একা হয়, তার
দেবতা পাথর হয়, পাথরও দেবতা হতে পারে
কাকে সে বুকের থেকে ফেলে দেবে? ভালবাসা ঘৃণা
কাকে সে কোথায় তুলে ফেলে দেবে? মাটি ও আকাশ
যেখানে রয়েছে মিশে সেখানে কি কিছু নেই কোনো কিছু নেই?
তাহলে তরঙ্গ কেন খেলা করে শূন্যের ভিতরে!

একজন মানুষ

কাল এসে দেবদূত ব'লে গেল রবিবার রাতে
এখানে আসছেন তিনি।
ঈশ্বর টিশ্বর নন একজন মানুষ।
তাঁর জন্যে দেবদূত? এবার তাইতো হবে, সেরকমই কথা।
মানুষের জন্যে এসে দেবতারা অপেক্ষা করবেন।
মানুষের জন্যে এসে ঈশ্বর এ পথ থেকে সে পথে ঘুরবেন।
ক্লান্ত অবসন্ন পথে এসে প'ড়ে বলবেন ঃ
ইদানীং মানুষের বড্ড অভাব।
তাঁর মধ্যে কী দেখেছি?
তিনি কি বাসেন ভালো আমাকে? বুঝি না
তিনি কি লেখেন চিঠি, মন কেমন করে?
দেখা হয়?
বরঞ্চ সভয়
কবিতারা লুকোয় খাতায় তাঁকে দেখে
তবু রবিবার রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে দেবদূত এসে ব'লে যায়।

ধ্যান

ধ্যানের পরিধি বেড়ে গ্রাস করে শুষে নেয় সব
হাজার দরজা যেন খুলে যায় আলো ভেসে যায়
পাপীর মুখের টুকরো পুণ্যবান মুখে এসে জুড়ে
সন্ন্যাসীর সবটুকু গৃহীতে প্রবেশ করে অনায়াসে দেখি
কোথাও বর্জন নেই কোথাও অশুভ কিছু চোখেই পড়ে না
আমি কাকে দোষ দেব? সমস্ত শরীর
যার তাকে ক্ষিধে থেকে তেষ্টা থেকে আলাদা করো না
এমন সহজ আর কোনোদিন মনে হয়নি এমন সুন্দর
স্বপ্নের ভিতরে বড় দীর্ঘকাল হারিয়ে ফেলেছি
নিজের সত্তার বিভা সুন্দরের পরম বেদনা
ধ্যানের পরিধি আজ ছুঁয়ে যায় কোটি বসুন্ধরা
কখনো এমন ছোটো এত বড়ো অনুভব করিনি নিজেকে।

ভার

স্থির বিষয়ের দিকে যেতে যেতে ভুলগুলি ঘটে
অসামান্য দাহ নিয়ে পোড়ায় প্রারব্ধগুলি আর
পৌত্তলিক সংস্কার ভাঙে তার নিরঞ্জন মুখ
আমাকে শেখাবে বলে ভালবেসে ফোটে ক'টি জবা।
এই ক'টি পংক্তি লিখে অর্থহীন মনে হয় তাই
কাটাকুটি করি শব্দ, কী জানাতে চাই যে তোমাকে
সঠিক জানি না, ভার শুধু ভার, ভাগ দিতে চাই
শুশ্রূষার করতলে, হে জীবন, সহস্র জন্মের মৃত্যুময়
আজ বড় ভার লাগে ঃ প্রণামের সঙ্গে রেখে যাই
দুটি নীল পদতলে আমার পাঁজরতলে ঢাকা
কামনার লালপদ্ম সহস্র দলের তুমি নাও
অখণ্ড জন্মের ভার হাল্কা এই আজ একটু কেঁদে।

বৃষ্টি

আসলে মূর্খের মতো অভিমানে এত চাপা রাগ।
আকাশ কি মনে রাখে আকাশ কি ধরে রাখে কিছু?
স্বপ্ন ঝ'রে যায় আজ মাঠে মাঠে মুখর বৃষ্টিতে।

এসো

পৃথিবীতে বহুদিন ভালবাসা নেই। তুমি এসো।
বহুদিন করুণায় দ্রব হয়ে নদী নেই। এসো।
অনেক অনেকদিন ত্রাণহীন খরাকবলিত চেয়ে আছি।
ক্ষমা করো আমাদের সহস্র সহস্র অপরাধ
অনাথ বালক যদি ভুল করে ক্ষিধের জ্বালায়
আগুনের টুকরো খায় জ্বরে কাঁপে শীতে কাঁপে, তুমি
কাছে এসো। অভিমান চাপা রাগ দু'হাতে সরাও
বহুদিন প্রেমহীন তুমি এসো তুমি তুমি এসো।

সত্তা

আমি প্রেমে বেঁচে আছি আমি প্রেমে মৃত্যু থেকে রোজ
নতুন নতুন জন্ম লাভ করি অপমানে আঘাতে আঘাতে
এই অন্ধকার ক্লেদ হাতে পেতে বুক পেতে নিতে
তাই এত নিঃসঙ্কোচ তাই আমার ঈশ্বর এমন
বীভৎস লোলুপ খুবলে খেয়ে নেয় সমস্ত বিশ্বাস
তবু তাকে শয্যা দিই প্রাকৃত পৃথিবী ছিঁড়ে ফুল
মাঝে মাঝে এই চোখ হৃৎপিণ্ড বধির চেতনা
তাকে ভালবেসে কাঁদি জন্মভোর শাদা সিক্ত পথে।

মানুষ

আমার চারপাশে ভিড় ক'রে আসে মানুষ
কথা বলে হাসে কাঁদে গান গায়
গার্হস্থ্য নেয় সন্ন্যাস নেয় রাজনীতিও
ঠাণ্ডা ঘরে গরম ঘরে বসে থাকে মানুষ
অপেক্ষা ক'রে থাকে অপেক্ষা ক'রে থাকে
আর অপেক্ষা ক'রে থাকে—
লুকিয়ে রেখে থাবা লুকিয়ে রেখে শীর্ণ করতল
লুকিয়ে রেখে আত্মার আলো।

ভুল

মাঝে মাঝে দেখি তুমি নিজেই হয়েছো অভিমান
আমাকে আড়াল করছ, আমি টুকরো টুকরো হয়ে যাই
ওষধিতে বনস্পতিতে;
দেখি মাঝে মাঝে বন্ধুত্বের জলে
দুঃখের বিপুল নদী প্রবাহিত বিষে অবিশ্বাসে
স্নান হয়না পান হয় না তীরে তীরে তৃষ্ণার পাহাড়।
এত বেশি প্রয়োজন যে তোমাকে সামগ্রীর মতো চাই ব'লে
এমন অভ্যস্ত জীর্ণ ধ্যান;
তুমি কোনো মতে আমাকে শেখাও
তোমাকে দেখার দৃষ্টি ওষধিতে বনস্পতিতে
এ ভুলের ফুলগুলি ঝরুক তোমার নীল নিবিড় নির্মল পদতলে।

আমার আনন্দ

আমি অনেক চেষ্টা করেছি অনেক কষ্ট করেছি
কিন্তু কিছুই করতে পারিনি
তুমি তাকালে না আমার দিকে, চ'লে গেলে
আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই
এই শীতে চাদর লেপ তোষক কি গরিবের থাকে
সে শুধু এক চিলতে রোদ্দুর নিয়ে সুখে থাকুক
ভিখিরী যদি রেলভাড়া চায়?
আমি ঠায় দাঁড়িয়েই আছি নিঃসঙ্গ
তুমি এই পথে হেঁটে গেছ তুমি এই প্রান্তরে এসেছিলে
ধুলোতে বালিতে ছেঁড়া পাতায় দাঁড়িয়ে
তাই আমার আনন্দ।

এখনো

এখনো বিশ্বাসটুকু পাঁজরের তলে ঢেকে রাখি
এখনো দুচোখে অশ্রুবাষ্প হয়ে ঝাপসা হয় প্রেম
এখনো শরণাগতি সংগোপনে নিয়ে যায় কাছে
এখনো ভুলিনি কিছু এখনো তোমাকে মনে পড়ে।

তুমি জানো না

তুমি জানো না কেন এই বিকেলে সমস্ত আকাশ
এত মেঘে মেঘে ঢেকে যায়
কেন এত পাতা ঝ'রে পড়ে পথে পথে
প্রান্তরে গড়িয়ে যায় কুয়াশা
মন কেমন করা এই বিকেল বুকের ভিতর থেকে
ছড়িয়ে পড়ে নদীতে পাহাড়ে
ছোলাডাঙার নিঃসঙ্গ প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের ডালপালায়

এখন আমাকে

এখন যেখানে খুশী চ'লে যাই
যেদিকে নিচু গড়িয়ে যাই সেদিকেই
চোখের জলের মতো
শীতের রাত্রির মতো অভিমানের কুয়াশা
এখন কেউ আমাকে ফিরে আসার কথা বলে না
চিঠি আসে না তেমন
যাতে উদ্বেগ আর প্রার্থনার হাত ধ'রে
আমাকে কোথাও যেতে না দেবার কথা বলে
ভাঙাচোরা বর্ণমালা।

এই ভালো

এই ভালো।
গুটিয়ে নেওয়ার থেকে ছড়িয়ে পড়াই ভালো।
তোমাকে মনে রাখার আর মানে নেই।
আস্তে আস্তে পরতের পর পরত পড়তে থাকবে
উড়ে উড়ে আসা বালি।

আস্তে আস্তে অন্ধকারে ডুবে যাবে সব।

জাগাতে

আমাকে জাগাতে আসে দুঃখগুলি ঠিক চিনে চিনে এই বাড়ি
দরজায় চকখড়ি দিয়ে লিখে রাখা 'বাইরে' ওরা দেখেও দেখে না
সটান ভিতরে আসে যে যা পারে টেনে নিয়ে ব'সে পড়ে আর
আমার একটাও কথা কানে নেয় না শোনে না কীভাবে গেছে দিন
দেখে না কালশিটে দাগ চোখের তলের কালি শীর্ণতর বুকের পাঁজর
আমি কি জাগব রে ভাই ঘুম আমার বহুকাল উবে গেছে ঝড়ে
স্বপ্ন গেছে জলে ভেসে সম্ভাবনা গেছে, শুধু শুকনো ব্যর্থতার নদী
বালির চিতায় জ্বলে আমি তার তীরে বসে থাকি একা একা।

ধর্ম

তোমরা সবাই ব্যবহার করতে চাও ধর্মকে
গুহায় নিহিত তার তত্ত্বকে বাজারে বিকোতে ব্যস্ত
এই সুযোগ এই পৌষমাস সমানভাবে শুষে নিচ্ছে
সন্ন্যাসী ও গণনেতা সন্ত্রাসবাদী ও ধান্দাবাজ
জ্বলে উঠছে চিতা উড়ে পড়ছে অগ্নিকণা ভস্ম
ছায়া মূর্তিরা প্রেতায়িত নাচ নাচছে ঝনৎকার তুলে
বিবৃতিতে বিবৃতিতে ভ'রে যাচ্ছে দেশ ধানখেত গ্রামের দীঘি
ধর্ম ঝ'রে পড়ছে মজুরের কালঘামে কৃষকের মাটিমাখা দেহ থেকে
দুঃখী বউটির এক বেলা খাওয়া শীর্ণ হাসি থেকে
ঝ'রে পড়ছে বেকার যুবকের জীর্ণ পাঞ্জাবীর হাতায়
বাঁকুড়া পুরুলিয়ার খরা কবলিত প্রান্তরের জ্যোৎস্নায়
তোমরা ছুটে চলেছো অযোধ্যায় আস্তিন গুটিয়ে
দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় ধর্ম হেসে উঠছে ভিখিরিণীর তোবড়ানো বাটিতে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর বানানো
পাণ্ডুর সব কবিতায় কবিতায়
পৃথিবীর মানুষের সমস্ত লোভে লালসায় হাসি খুশিতে

জানে না

কেউ জানে না কেন আর যাই না।
পড়ে থাকে পথ পথতরু পাখির পালক
পড়ে থাকে সাঁকো স্তব্ধ পাথর।

অগ্নিশুদ্ধ

অগ্নিশুদ্ধ ক'রে নিতে এই খেলা আগুনের খেলা?
আমাকে কে স্পর্শ করবে বিদ্ধ করবে কোন পাপ! শুধু
সহস্র ধারায় ধরে এই দেহ এই পিপাসার্ত দেহ মন।
আমি কি কখনো লোভে ফিরে দেখি গিয়ে ছুঁয়ে দেখি!
তোমার শরীর কই মন কই হে তত্ত্ব দুর্গম তত্ত্ব পুঁথি
হাজার নিংড়েও শুদ্ধ; মেঘে মেঘে বেলা যায়, ঢের
সময় বয়স্ক করে সময় নির্মোহ করে সময় সমস্ত ঢেকে যায়
ভেসে যায় গ্রাম নদী ডুবে যায় গ্রাম নদী জেগে যায় গ্রাম
নদী নিয়ে যায় তাকে পাড় ভেঙে আবর্তে বাজিয়ে করতালি
কোথায় আগুন? কই খেলাটেলা? একবার ছুঁতে চায় খালি
তোমাকে আত্মার নীল, ছুঁতে চেয়ে ব্যঞ্জনাবিহীন শূন্য হয়।

কখনো সে

আজ আর ফিরবো না, অন্যভাবে করেছি যে শুরু
এপিটাফগুলি থাক, ক্ষতচিহ্নগুলি থাক সব
আমার হওয়া না হওয়া নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই
ভালবাসা ঘৃণা রাখি জীবনের একটি মুঠোয়
আসক্তি ও নিরাসক্তি জলের ফোঁটার মতো কাঁপে
জীবনের কাছে বহু ঋণ ছিল, প্রায় পরিশোধ হলো, তাই
যতদূর চোখ যায় এত নীল সুন্দরের শূন্য নিরঞ্জন
আর অধিকারহীন ধর্মে এত কোলাহল প্রেতায়িত ছায়া

আজ আর ফিরবো না, পরিচয়হীন পথে পথে
এইভাবেই যাই, সেই ভেতরের বিষণ্ণ বালক অভিমানে
পালিয়ে যাবার জন্যে কতোদিন ফেলে এসেছিল তার গ্রাম
তার কি বয়স বাড়ে? চিবুকে কি লেগে থাকে পাপ?
এপিটাফগুলি থাক : 'সে' কখনো হাওয়া খেতে যদি আসে রাতে।

লেখা

যেভাবে পাতাটি যায় প্রান্তরে ধুলোয় পথে পথে
নদী যায় মেঘ যায় বৃষ্টি যায় শীত গ্রীষ্ম যায়
সে রকম অভিমান; দু'পাড়ে অজস্র ভুল ভয়
জীবনের জটিলতা—আমার জন্ম ও মৃত্যুময়
আর ছদ্ম যবনিকা ঃ যা লিখি তা ভুল
যা লিখি তা উড়ে যায় প্রান্তরের পাতার মতন।

সুখ দুঃখ

কবি হবো বলে এতো দীর্ঘ দিন লিখিনি কিছুই
কবি হতে চেয়ে দরজা বন্ধ ঘরে গেছে দিনগুলি
ততক্ষণে মেঘে মেঘে পত্রে ও পল্লবে ফুলে ভরেছে কবিতা
প্রেমে অভিমানে সব ছেয়ে গেছে সসাগরা ব্যাকুল পথিবী
কবি না হবার দুঃখে বৃষ্টি ঝরে কবি না হবার সুখে ঝরে
বৃষ্টির আনন্দ আর বৃষ্টির বেদনা দিনরাত।

অপরাধ

না জানাই পাপ; আমি পুণ্যলোভী; লোভ ভালো নয়
তারই অপরাধে ব্রাত্য; সংঘ থেকে বিতাড়িত; প্রেম
আমি যদি ঢুকে পড়ি লোভে আর অভ্যাসবশত
তোমার গোপন কক্ষে? দেখে ফেলি? খেলার নিয়মে
আমাকেও কিছু দেবে ঃ এমনকি পেছনে আততায়ী।

জবা

আমাকে এমন সর্বস্বান্ত হতে দেখে
তোমরা যেয়োনা চ'লে—
এ আমার ভুল
এ আমার অভিশপ্ত জীবনের মূল
শুষে নেয় দুঃখ কষ্ট।
তোমরা দাঁড়াও।
দেখ কত নিচু হয়ে ফুটে আছে জবা।

পাতাল

আমি কোনো দুঃখ ভুলে যেতে এই নেশাগ্রস্থ নই
আমাকে পাতাল থেকে ডেকে ওঠে আতুর পিপাসা
ক্ষিপ্র পায়ে নেমে যাই ভেসে থাকে আত্মা শুধু জলে
আমাকে ফেরাবে ব'লে আমাকে সহস্রবার ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
খাদ্য ও পানীয় দিতে অন্ধকার রাত্রির পাতালে।

ততদিনে

"তারপর?"
চোখ তুলে প্রশ্নের সজল নীল ঢেলে দিল প্রান্তরের ঘাসে
যে মেয়েটি পাশে তার সদ্য যুবা বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—

পঁচিশ বছর পরে ছবি হয় গান হয় কবিতাও হয়
মেয়েটি ও সে যুবক—
চারপাশে বেড়ে ওঠে ততদিনে ঢের গাছ চতুর ও তীক্ষ্ণ কাঁটালতা।

অপমৃত্যু

ভালবাসতে পারছি না আর
কোথায় গেল সেই দুচোখের
অন্ধ ব্যাকুল তৃষ্ণা আমার!
ভালবাসতে পারছি না আর
সেই দু'বাহুর উদ্দামতা
আর হাতে নেই
সেই সারাদিন সেই সারারাত
আর কিছু নেই কেবল তুমি
আর কিছু নেই
বেজে উঠতে পারছি না আর
স্পর্শে তোমার কণ্ঠে তোমার;
নষ্ট আমার পৌরুষত্ব!
ভালবাসতে পারছি না আর
ভালবাসতে পারছি না আর
এই তো মৃত্যু অপমৃত্যু।

গ্রহণ

সূর্যকে রাহু গ্রাস না করলেও
আজ গ্রহণ।

আজ জাহ্নবীর জলে স্নান করছে
অনেক আত্মাহীন দেহ
আজ সরযুর জলে স্নান করছে
অনেক আত্মাহীন দেহ।
লুটিয়ে পড়ছে তীর্থে তীর্থে
ভারতবর্ষের পুণ্য মৃত্তিকায়
খানায় খন্দে।
খোল করতাল জগঝম্প বাজছে
গ্রহণের সময়।

মধ্য যৌবনের সূর্যকে রাহু গ্রাস না করলেও
চাঁদের ছায়া পড়েছে
তাই অন্ধকার
নিমেঘ নির্মল আকাশ থেকে
নেমে এসেছে অন্ধকার
এখন রামনামের সময়

ওদিকে একুশ শতকের
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঘরে
হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে
দুলে দুলে উঠছে
গেরুয়া গম্ভীর শরীর
হিসেব নিকেশের গণিততত্ত্বে।
আর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে
তাৎপর্যে ও তৎপরতায়
অফসেট গিলছে
মৌলবাদ তত্ত্ব।
গ্রহণের অন্ধকারে
এই সবের ভেতর

আমরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছি গ্রামে
আমাদের পাশে উড়ে যাচ্ছে পাতাছেঁড়া অসহায়
ভারতবর্ষের ইতিহাস।

বসন্ত

আবার
পাগল করে দিলে আমায়
বসন্ত!

তোমার
রক্তরাগে সিক্ত ধুলোর
বসন তো

আমার
অনেক দিন অনেক রাত
ঢেকেছে

তোমার
রক্তাশোক অরণ্যরা
ঢেলেছে

আমার
অন্ধকার যন্ত্রণার
আনন্দ

আমি
নিয়েছি কার ভালবাসার
সন্দ

তোমার?
আমি দু'হাতে তাই
ছড়াবো

তোমার
আকাশে আর বাতাসে আর
ওড়াবো

জয়ধ্বনী
বসন্ত, আর কোথাও যে হার
মানবো না

তোমার
প্রেমে পাগল অনন্তকাল
বসন্ত

কবিতা

আমি তো কখনো রচনা করিনি তোমাকে।

তাহলে কিভাবে এ আবির্ভাব হলো?
এত বসন্ত একসাথে এত আগুনের
ফুলে ফুলে আজ ঢেকে দিলো সব শাখা যে!
ধুলোতে বালিতে ঘাসে ঘাসে আজ রুচিরা
ফেটে পড়ে শুধু তোমার মৌন স্তবকে।
আমি বিহ্বল, এত কাল যাকে খুঁজেছি
ধ্যানে জাগরণে জীবনে মরণে চিরকাল
নিজ বাহুবলে ভেঙেচুরে গেছি উপমা
ছিঁড়েখুঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি পয়ারের
ধ্বনি ব্যঞ্জনা মাত্রা ও যতি কবিতার
প্রায় উন্মাদ, চেয়ে দেখ ঘোর কাটেনি
তাই চেয়ে আছি ওই মুখে এত অপলক!
জলে ভেসে যায় হৃদয়ের হিম গুহা যে
কেন ভেসে যায় কেন ভেসে যায় হাহাকার
কেন ভেসে যায় বহু অপমান বেদনা
বহু গ্লানিময় দুপুরের নীল অসহায়
এসেছি ও গেছি সফেন সাগর লহরী
তোমাকে খুঁজেছি প্রাকৃতে ও অপ্রাকৃতে
বীভৎস এই পৃথিবীর ধুলোবালিতে
দেখেছি কি ছিলে এরই ভিতরেই লুকিয়ে
দেখেছি তবুও কখনো চিনতে পারিনি!
আজ যদি এলে অসময়ে, করো রচনা
আমাকে তোমার প্রেমের ভাষায় কবিতা।

আমাদের ভালবাসা

সেই তান্ত্রিকের কাছে কিছু আছে?
যদিও সে জানে না মর্যাদা
তাকে আমরা দিয়েছিলাম, তার দুই হাতে
লেগেছিল রক্ত আর কাদা।

ভুল

তুমি পারো ভেঙে চুরে দিতে
আমি সেই ভগ্নাংশগুলিকে
নিচু হয়ে কুড়োই সাজাই।

তুমি পারো পাঁজর গুঁড়িয়ে
চলে যেতে আমি সেই পথে
হন্যমান আশায় তাকাই।

তুমি পারো নারীকে আমার
তোমার মন্দিরে টেনে নিতে
আমি হই আগুনের ফুল

বিশ্বাসপ্রবণ এ জীবনে
ঈশ্বরের জন্যে বাঁচি
সত্তায় শিকড়ে শুধু ভুল।

কাল

তোমাকে খড়ির দাগে মেপে রাখে তবুও মানুষ
হে অনন্ত, তুমি তবু ধরা দাও দশকে শতকে
মানুষের কাছে, যাকে লালন করেছ শূন্যে জলে
হিসেব বিবেকহীন, ফুটে ওঠো পত্রে ফুলে ফলে
মাটির সংসারে তার দুঃখে সুখে ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষায় একা
তোমার বুকের মধ্যে নিয়ে নৃত্যরতা প্রকৃতিকে
অর্ধনিমিলীত চোখে শুয়ে আছ, জটায় গঙ্গায়
মাটির পৃথিবী ভাসে শস্যে জলে সূর্য ঘিরে ঘিরে।

ওই পথে

এক একটা লোক ওই পথে যায় তবু
ওই পথে যায় নিচু মাথায় একা
বাবলাবনে সেই ফিঙে আর থাকে!
নদীর পাড়ে এখনো সেই বিকেল!
একা একটা লোক সারাজীবন একা
বৃষ্টি পড়ে কেবল ঘরে দোরে
দিন ভেসে যায় রাত ভেসে যায় তার
দুঃখী রাতের গভীর অন্ধকার
এক একটা লোক সারাজীবন ভোরে
সূর্যোদয়ের জন্যে উঠে তাকায়
ওই পথে তার ফুরোয় জীবন মরণ!

কাছে দূরে

এই যে একটু দূরে আছি এই ভালো এই বেশ ভালো।
কাছে গেলে, খুব কাছে গেলে চোখে পড়ে
অনেক মানুষী ত্রুটি দুর্বলতা পাপ।
খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছি যেমন তুমি চুরি করছ গৃহীর শয্যাকে।
সেই দৃশ্য ভেঙেচুরে দিয়েছে জীবন
প্রলুব্ধ করেছে চৌর্য প্রবৃত্তিকে রোজ।
এখন জেনেছি কাছে দূরে বলে কোনোকিছু নেই।
তুমি আছ আমি আছি নিঃশ্বাসের প্রশ্বাসের মতো।

মুখচ্ছবি

আমার শুধু মুঠোয় ধান
পাঁজর তলে জল
দু'পায় ধুলো জামায় ঘাম
আমার নেই দল

দুপুর যায় খরায় যায়
বিকেল নীল ত্রাসে
বিশ্বাসের জমিটি কেড়ে
বর্গাদার হাসে

এখন শুধু শুকনো ঘাস
এখন শুধু বালি
বশংবদ এ করতল
দিচ্ছে হাততালি

রঙ্গ জমে হায় রে দেশ
ফুরোয় দিন রাত
স্বপ্নে দেখি লক্ষ কোটি
শীর্ণতর হাত

জীর্ণতর সত্তা নীল
বিদ্যুতের মতো
টুকরো করো গণনেতার
মুণ্ড ধড় যতো

স্বপ্নে দেখি আবার সেই
ছোট্ট ছোলাডাঙা
মরাইয়ে ধান পুকুরে হাঁস
মধুটি চাকভাঙা

আবার দুটি মুঠোয় ধান
পায়ের তলে মাটি
সন্ধেবেলা চাঁদের মুখ
সুধার জামবাটি

দুঃখ সুখ ঘুমোয় শুয়ে
বিশ্বাসের কাঁথায়
শিশির জমে মুক্তো হয়
ঘাসের বুকে মাথায়

আমার শুধু কষ্ট হয়
ফিরেছে দেখি সবই
কিছুতে আর হয় না ঠিক
তোমার মুখচ্ছবি।

কাঁসাই

আজ সারারাত সাতটি ঋষি-তারা
রইল জেগে কাঁসাই নদীর জলে
রক্তে এতো ভাসিয়ে দিলো কারা
সমস্ত জল আকাশও ভোর হলো!

আজ সারাদিন কেটেছে যার মেঘে
উথাল পাথাল বয়েছে যার হাওয়া
ও নদী, ওর সমস্ত উদ্বেগে
ছিল কি একবিন্দু কিছু পাওয়ার?

ভগ্নাবশেষ কাঁপছে করতলে
সাতটি ঋষি, সাক্ষী আছে ওর
রক্ত আছে কাঁসাই নদীর জলে
দেখাবে সব আত্মঘাতী ভোর।

চোখের জলের শব্দে

যেন জন্মান্তর সব তবু তীব্র জাতিস্মর মন
অবিস্মরণীয় পথে পথের শহরে অকারণ
হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয় এখনো, ফুরিয়ে যায়নি কিছু
কলেজ স্ট্রীটের সব শব্দ ঢেকে কেউ ডাকল পিছু।
কেউ না। অমিতা নয় অনিতা ও অভীক উৎপল?
কে কোথায়? জানো তুমি গোলদীঘির অন্ধকার জল?
দ্বারভাঙা বিল্ডিংস, তুমি সেই গ্রাম্য যুবকের দিন
রাখোনি ডি.বি.-র ক্লাস গ্যালারিতে সিঁড়িতে প্রাচীন?
কফির টেবিলে কোনো দাগ নেই? সিগারেটের ছাই?
পুরনো বইয়ের গন্ধ ভেজা লন সমস্ত ছিনতাই?
বোমার টুকরোর মতো রক্তক্ষত, কারো সঙ্গে দেখা হবে আর?
কারো সঙ্গে চোখাচোখি? তমস্বিনী যমযন্ত্রণার
জীর্ণ ভেজা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনেও
এখনো অনেক রাতে হাওয়া আসে? ছাদে জাগে কেউ?
আটষট্টির পাতা ছেঁড়া আত্মঘাতী ক্যালেণ্ডার ঝোলে
কালের দেওয়ালে আজও তোমার ভেজানো দরজা খোলে
হু হু হাওয়া হু হু হাওয়া ওড়ায় যে স্বপ্ন সম্ভাবনা
যতো বলি ভুলে যাবো যতো বলি আর তাকাবো না
তবু যেন জন্মান্তর তবু যেন স্তব্ধ জাতিস্মর
জীবনের গল্প ব'লে চোখের জলের শব্দে ভ'রে ওঠে ঘর।

কলেজ স্ট্রীট

আমি বেজে উঠি ব'লে তুমিও কি জানালায় এসে
দাঁড়াবে, তাকিয়ে দেখবে ভেসে যায় বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
রোমাঞ্চিত পৃথিবীর বাস ট্রাম প্রান্তরের ঘাস?
কলেজ স্ট্রীটের সেই রেলিঙে পুরনো বই দেখতে গিয়ে কেউ
ফেরাতে কি পারে আর পঁচিশ বছর আগেকার
কবিতার সে বিকেল সে দুপুর জ্বরের ঘোরের মতো রাত।

কবিকাহিনী

সময়ের পলি পড়ে ঢাকা পড়ে পথ
ধুলোতে বালিতে ছায় রক্তের শপথ
ভূমধ্যসাগর থেকে ছুটে আসা হাওয়া
জীবন দু'হাত পেতে করে দাবি দাওয়া
ঘরের বেদান্ত তাকে পারে না ফেরাতে
বনে আজ কোনোমতে রিক্ত দুটি হাতে
খরায় বন্যায় যায় ন হন্যতে প্রাণ
কৈশোর যৌবন খায় লুব্ধ পার্টিজান
সন্তানের জন্যে আজ ঈশ্বর পাটনী
মন্ত্রীর কোটায় চায় হতে আরও ধনী
ধুলো মাখা রাজছত্র ভাঙা সিংহাসন
অসাড় চৈতন্যে স্পর্শ করে না এখন
প্রেমহীন প্রীতিহীন করুণাবিহীন
ডাইনে বাঁয়ে জননেতা শোধ নেয় ঋণ
বোমার টুকরোর মতো দিন যায় আসে
চোদ্দশ সালের স্বপ্ন চোখে জলে ভাসে
কর্মবিনিময় কেন্দ্রে বিষণ্ণ বেকার
জমি কি বাপের কারো—হাসে বর্গাদার
লুঠ হয়ে যায় নারী শেয়ারের মতো
বন্ধুত্বের ছলে বুকে করে যায় ক্ষত
চতুর হাসির তলে ধারালো ক্ষুরের
খেলা চলে আহাম্মক বোঝে তবু ফের
বাঁধা দেয় ভালোবাসা ছিন্ন কবিকৃতি
এখন এমনি দিন এরকমই রীতি
এমনকি সন্ন্যাসীও উপযুক্ত মাল
উদ্ধার করেন বেছে ইহ পরকাল
অসমসাহী কবি স্বপ্নাদ্য মাদুলি
হাতে বেঁধে ঘরে তার কপচাচ্ছে বুলি
উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয় তার দাবি দাওয়া
শুধু হাওয়া শুধু হাওয়া শুধু হুহু হাওয়া।

চিনেছি

এই তো তোমায় চিনেছি আজ!
তুমিই ছিলে আমার সঙ্গে
ঘর ছেড়ে দিয়েছি যখন
আহাম্মকের মতন রঙ্গে

তুমিই হাতে ধরিয়ে দিতে
অন্ধকারে কঠিন ছুরি
আশ্রমে সেই নামিয়ে ছিলে
চারপাশে সব বটের ঝুরি

আমার উপবাসের সময়
অন্নজলের ব্যবস্থা তো
তুমিই করতে পড়ছে মনে
কেউই তখন ছিল না তো

আমার দ্রোহে ভালবাসায়
ক্রোধে ঘৃণায় দুঃখে কষ্টে
তোমার ছায়া তোমার মায়া
পবিত্রতায় আমার নষ্টে

এই তো তোমায় চিনেছি ঠিক
তুমিই জীবন দুঃখী গল্প
আত্মঘাতী অন্বেষণে
তামাশা এই কল্প কল্প।

মুক্তিমুখী

সব চ'লে যায় সব ঝ'রে যায় এও যেমন
সব থেকে যায় যায় না কিছুই এও তেমন
সব কিছু খায় খায় না কিছুই দুইই সত্য
সব কিছু সে ভালবাসে বাসেও না যে
ডাকলে আসে খুবই কাছে অন্তরঙ্গ
আবার সে নয় বিশ্বগোচর কোনোদিনই
এই রকমই আবোলতাবোল চরিত্র তার
শুধু আমার স্বপ্নে ভীষণ দুঃখ কষ্ট
শুধু আমার স্বপ্নে আসা এবং যাওয়া
অভিমানের পাহাড় ঠেলে পাথর ঠেলে
মুক্তিমুখী অন্ধকারে শিকড়গুচ্ছ
পাতাল খুঁড়ে নেমেই যাচ্ছে নেমেই যাচ্ছে।

আবার কী চায়?

আমি করেছি ছেলেমানুষী
আমি করেছি ভুল—
স্বীকার করি সহস্রবার। তুমি?

কী ঢাকতে কী খুলে ফেলেছো
দেখেও যারা কিছু দেখেনি
তাদের নিজের হাতে জ্বেলেছো
সাড়া দাওনি শুনেও—
আজ যে আগুন তোমার দিকে ধায়!

কী চায় ও কী চায়?

আসলে সব ভুলের তলে
তোমার আমার হাত
কে দেখ ওই সরিয়ে দিয়ে দাঁড়ায়
এবং দু'হাত বাড়ায়—

আবার কী চায়? জানো?
বাউল তুমি?

হঠাৎ হাওয়ায়

হঠাৎ হাওয়ায় খুলে গিয়েছে অবিশ্বাসী চোখ
ভক্তি, তোমার কে নাম দিলো অব্যভিচারিণী?
আমরা তোমার ভক্ত তোমার শরণাগত লোক
সন্ন্যাসীকে কলঙ্ক দেয় ওই ভবতারিণী।

এই মিটিংএ রটিয়ে দিলেন প্রভু চতুর্দিকে
দৃশ্যগোচর হলেই কি তা সত্যি? জগৎ ভ্রম।
অমনি চেলা চামুণ্ডারা সংঘজননীকে
নিজের নিজের চক্ষু দিলো সমস্ত আশ্রম।

মস্ত পাপী, ভয়েই জড়ো, দিইনি আমি চোখ
তাই কমিটি কাটিলো আমায় সভ্য তালিকাতে
ঠাকুর, তুমি বাউল হয়ে এলেই যদি, হোক
প্রকাশ্যে রসমাটির খেলা চন্দ্রভেদও রাতে।

গোবিন্দনগর—অরবিন্দনগর

তখন ছিল ধুধু প্রান্তর তখন ছিল ভয়
সন্ধেবেলা ওইখানে কেউ যেতে কি পারতাম
শেয়াল ডাকতো দিনের বেলা রাত্রে খুনে ডাকাত
ঝোপজঙ্গল উঁচু নিচু শীর্ণ পায়ের পথ
তখন আমার ছেলেবেলা দুরন্ত কৈশোর

এখন কালো পিচ ঢেলেছে লাল কাঁকরের ঢল
দিগ্বিদিকে রাস্তা গেছে কে কোনদিকে ভ্রম
দু'পাশে ভিড় দোকানপসার বাড়ির 'পরে বাড়ি
আমাকে কেউ চিনতে পারে? এখন অনেক বয়স।

এই শহরের দু'দিকে দুই শাদা বালির নদী
আশেপাশে গ্রাম রয়েছে যাইনি কোনোদিনও
জুনবেদিয়া কুল্লাবাদ ও নবজীবনপুরে
নন্দীগ্রামে গেছি কেবল সানাবাঁধের পথে—
আর কি কোথাও? মনে পড়ে না। এখন অনেক বয়স।

তখন ছিল অল্প বয়স তখন ছিল ভয়
আবার সাহস কম ছিল না—কেঁদুড়ির মাঠ
সাক্ষী আছে। এখন ভিড়। গল্পে অনাগ্রহ।
আমি করেছি ডেরা এখন নতুনচটি এসে।

গল্প

আস্তে আস্তে কখন হলো অনুপ্রবেশ
পূর্ণগ্রাসও একটু একটু একটু ক'রে
বুঝতে বুঝতে দিবস গেল যামিনী শেষ
এখন কি আর করার আছে এই প্রহরে!

গল্পটা এইখানেই থামতো, আরেক প্রস্থ
হতো কি আর যদি না তার সে সিদ্ধান্ত
ভুল হতো? কেউ যখনই হয় রাহুগ্রস্ত
আর কি কিছু থাকার কথা সঠিক ভ্রান্ত?

তা, শেষটা বলো ওসব সাত আট কাহন ছেড়ে
শেষটা মজার। দেখি কখন আমার গ্রাসে
তিনিই হলেন গ্রস্ত। আমার থুতনি নেড়ে
নিত্য সনাতনী গেলেন পাষাণবাসে।

দুলে ওঠে

কিছু যে জানি না স্পষ্ট জানি এইটুকু
মাঝে মাঝে দুলে ওঠে নীল যবনিকা

যেন মুহূর্তের জন্যে আসা চ'লে যাওয়া
মুহূর্তের মধ্যে কাঁপে দুঃস্বপ্নের রাত

এরকম অস্ফুট চেতনা এরকমই—
কেউ তো কোথাও নেই তবে কার ছায়া?

কোথাও তো কিছু নেই তবে কেন ভয়?
সহসা সহসা কেন স্তব্ধ হয় হাওয়া!

দুলে ওঠে দুলে দুলে ওঠে গাঢ় নীল।

এমনই

গেলাম না। এমনই।
ফেলে দেবো এভাবেই
যা দেবে যা দিতে আসবে।
শুধু নিজেকে নিয়ে
চ'লে যাবো একদিন
কেউ টের পাবে না
অনুভূতিহীন সংবেদনহীন—
গেলাম না গেলাম না
কেউ ভাববে না। কেউ।

বরণ

এরকমই ধরণ।
তবু যদি বরণ
করো, তবে যাবো
পাল্টে এ স্বভাবও।

ত্রাণ

আমার যে ভয় করছে ওমা।
তুমি ছাড়া কে আছে আমার।
ত্রাণ করো আজ করো ত্রাণ।

যদি

যদি ভালবাসো দুচোখে তাকাতে হবে
এ মুখে যখন কোথাও ফোটেনি তারা
এ হাতে তোমার করতল রেখে একা
এ নদীর তীরে দিতে হবে জেনো দেখা
মুছে দিয়ে দূর বিরহের সীমারেখা
কবিতার মতো আকুল আত্মহারা—

যদি ভালবাসো যদি ভালবাসো তবে
হৃদয়ে রক্তলিপ্ত বেদনাগুলি
ছড়িয়ো আকাশে দু'হাতে আমার মতো
ফুলের মতন থাকনা ক্ষয় ও ক্ষত
থরো থরো সেই কৌমারহর ব্রত
উদ্‌যাপনের নদীতীর ব্রজবুলি।

লেখা থাক

একা কতখানি পারবো আমি তা জানি না
তবু যাবো, কাছাকাছি যাবো
অন্তত আঘ্রাণটুকু পাবো
আর তাকে একবার শুধাবো
সে কি ভালবাসা জানে? প্রেম জানে কিনা—

যদি জানে তবে বলবো বলো সে কোথায়?
কোন পথে তরুতলে আছে?
বিকেলের নদীটির কাছে?
আকাশের আনাচে কানাচে?
বলো সে কি আমাদের চিঠিপত্র পায়?

বলবো অন্তত বলো আছো তো? না নেই?
বৃথাই কি এতবার একা
এত দূর এসে হলো দেখা
কেবল দুঃখের সঙ্গে? লেখা
থাক ঃ এসে ফিরে গেছি তোমাকে চেয়েই।

শঙ্খ ঘোষ

যদি কেউ বলে কোনোদিন
এই লেখা তোমার মতন
আমার তা পরম গৌরব।

যদি কেউ বলে এই লেখা
হুবহু তোমার টুকে নেওয়া—
তা আমার আনন্দ অসীম।

যদি বলে ঃ 'প্রভাবিত' তবে
এই ধ্যান জানবো সার্থক।

জলের কিনারে

আরো একা আরো বেশি একা হও। আমি
তাকাইনি কোনো মুখে সেই থেকে। তুমি
হয়তো নিজেও এসে ফিরে গেছো। আজ
তার জন্যে দুঃখ নেই।
একা একা এসেছি যখন
একাকীই ফিরে যাবো তোমার মতন।
একদিন
দুজনেই হেসে উঠবো জলের কিনারে একা একা।

পদাবলী

চোখে তার জল ছিল, শুধু জল, নৌকো তো ছিলো না!
সেখানে পাখির ডানা ভারী হয়ে যাবেই তো কেবল
দিশাহীন দিকহীন—এইটুকু আমাদের শোনা
বাকি সবই অন্ধকার বাকি সবই স্রোত ছলোছল।

ভালবাসা কখনো কি ক্ষুৎপিপাসাকে বুকে রাখে?
এমন অমোঘ প্রশ্ন লেখা থাকে তনুসংহিতায়
তখনই আশ্রম ধুনি খুঁচিয়ে চেলারা ঝাঁকে ঝাঁকে
সমস্ত আড়াল করে তোমাকে আড়াল করে হায়—

এটুকু চোখের দেখা—, আরও একটু, ধর্মটমহীন,
সংকেতে রূপকে বলি ঃ তুমি সত্য রক্তেমাংসে, তাই
ধরা পড়লে, পাখিটির কলঙ্কশীলিত ক'টি দিন
নিয়ে আমরা মুর্খ কবি পদাবলী পাঁচালী বানাই।

প্রার্থনা

আর কিছুদিন রাখো
আর কিছুদিন দেখি
তোমার ছায়া তোমার মায়া আর
আলো এবং পাশের অন্ধকার
দুঃখে এবং সুখে
অপ্রেমে ও প্রেমে
আর কিছুদিন আর কিছুদিন ওমা।

প্রতিভাস

সেরকম কিছু নয় তবু চিত্তাকর্ষক নিশ্চয়
তাই হুমড়ি খেয়ে খায় গল্পখোর সব।
একজন অনেক দূরে হয়তো কোনো কালিন্দীর কূলে
বাজায় সামান্য বাঁশি।
এ রকম পার্থক্যপীড়িত
সত্য বলে, লাঞ্ছনার শিকার হয়েছো।
এ কোনো পদ্যের স্থির বিষয় হলো না।
তবু লেখো লেখা স্তব্ধ প্রতিভাস প্রতিটি প্রাণের।

লেখা

কোথাও তো লেখা নেই?
নেই?
তাহলে অমন নিচু হয়ে
নামে যে আকাশ?
মাথা তুলে
আকাশে তাকায় ঘাস ফুল!
ভুল। সব ভুল। সব ভুল।
ভাষা ভাঙে ভেঙে ভেঙে যায়
গড়ে নীরবতা।
লেখা নেই।
লেখা নেই? স্পন্দনে স্পন্দনে
ভাষা নেই!

স্পর্শ

এই তো তোমার স্পর্শ পেলাম
এই তো তোমার স্পর্শ।

আর কি আমার দুঃখ আমার
আর কেন অশান্তি।

শুধু তোমার মুখখানি একবার
দেখতে বড়ো ইচ্ছে করে আজও

সহজ

হয়তো খুবই সহজ
হয়তো সত্যিই স্বপ্ন
তবু জলের প্রবাহে ভাসমান
কীট আশ্রয় করেছে যে পাতা
কামড়ে ধ'রে আছে যে শিরা
তার অনন্তকে
বোঝা গেল না আজও।

পাথর

সব হলো। যা যা কথা ছিল। সব। আজ
ছুটি। কেউ ডাকাডাকি করে যেন বিরক্ত করো না।
মাত্র ক'টি দিন শুধু একান্ত নিজস্ব ক'রে পেতে
এমন সন্ন্যাস। হাসে গার্হস্থ্য-প্রতিভা
আশ্রমের বাইরে—নীচে নদী ও ভাসায়
মাটির গেরুয়া ঢল খলখল ক'রে ওঠে বালি।
যা যা কথা ছিল, হলো? ব'লে করতালি
দিয়ে থামে ঝাউ। গূঢ় গম্ভীর পাথর
কিছুই বলে না।

শূন্যতায়

তবু আজ ধর্ম চাই তবু আজ ভালবাসা চাই
মানুষের সাধ্য নেই একা হতে এমন জগতে
সংঘ গড়ে সংঘ ভাঙে সংঘের ভিতরে
জন্ম নেয় সর্বনাশ বাইরে যারা শিরস্ত্রাণহীন
ক্ষিধে কান্না লোভ নিয়ে অশাস্ত্রীয় যায়
প্রত্যেকের ধর্ম চাই তাই এত রঙিন নিশান
এত হাওয়া এত সিঁড়ি নীতিগত বিরোধী আশ্রম
এমন সম্পর্কহীন বসবাস বধির বিষণ্ণ যবনিকা

সবই তো কোটিতে গুটি এই দেশে, তা না হলে চলে
রাজা বা যাজক হওয়া! গণদেবতার বুকে চেপে
মানুষের মুণ্ড ছাড়া মালা কি মানায় লাল জবা?
ছন্দের ভিতরে থেকে বলা যায় বানানো প্রলাপ?
নিঃসঙ্গ নীরব নীল প্রতিবাদে ধীরে ধীরে নামে
দিগন্তে আকাশ আর বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চমকায়
কটু বারুদের গন্ধ, এত শূন্য কোনোদিন দেখেনি মানুষ
তবু তার ধর্ম চাই সংঘ চাই বুদ্ধহীন দলীয় প্রতিভা।

প্রারব্ধ

যে যার প্রারব্ধ নিয়ে হাসিমুখে রয়েছে, কোথাও
বিন্দুমাত্র বিচ্যুতির প্রশ্ন নেই, পরিপ্রশ্ন নেই
সেবা ছাড়া ধর্ম কি? যে তুমি আত্মহত্যায় উদ্যত
কষ্টে অসহিষ্ণু হয়ে—এও তো প্রারব্ধ, যদি হত
হতে হয় অধ্যক্ষকে তোমার হাতেই? প্রারব্ধ না?

ঋতুরা

কোনোদিন কোথাও আমার বাড়ি নেই
তবু একটা প্রাসাদোপম ব্যাপার আমাকে ঘিরে রাখে।
কেউ আমার বন্ধু না শত্রু না তবু
একজন আমাকে আহত করে অন্যজন শুশ্রূষা।
আমার সব থেকেও নেই না থেকেও সর্বস্ব আছে।
এর মধ্যে টাল সামলে উঠি পড়ে যাই উঠি পড়ে যাই
আমার ওপর দিয়ে বয়ে যায় বারোমাস
শীত গ্রীষ্মের পাতা বর্ষা বসন্তের ফুল
শরত হেমন্তের গোধূলি।

রহস্যময়

কোনোদিন মুখ দেখিনি যার
কোনোদিন চিঠি লিখিনি যাকে
কোনোদিন নাম জানি না ধাম জানি না—
পরিচয়হীন সেই মানুষ
বুকে আঁচড়ায়
ভালবাসার নখরাঘাতে রক্তাক্ত ক'রে
কাঁধে বয়ে নিয়ে যায় কফিন শুদ্ধ আমাকে
সমস্ত স্তব্ধ ক'রে হাসে
ভয় পায় পূর্ণিমার রাত
রাতের পথ পথের গাছপালা শাখাপ্রশাখায় পাখি
কোনোদিন যাকে ডাকিনি
সে এসে দাঁড়ায় আমার
সবচেয়ে নিঃসঙ্গ বেলায়

কে তুমি? কে তুমি? এই উৎসুক জিজ্ঞাসায়
আড়চোখে তাকিয়ে
সে পুঁতে যায় সারি সারি ফলক
প্রত্যেকের এপিটাফ লেখা।

সত্য

আরো সাংকেতিক হও আরো সংক্ষিপ্ত হও
নীরবতার মধ্যে জ্ব'লে উঠবে সব
আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হবে না
শুধু দেখো
অন্তরাত্মার বাইরে থেকে কিছু নিওনা
নিজেকে ঠকিয়ো না যেন।

আরো নিঃশব্দ হও নিস্তব্ধ হও
শৌর্যের ভিতরে জেগে উঠবে সব
আমাদের বুঝতে কোনো কষ্ট হবে না
শুধু দেখো
তুমি সত্যি কথা বলছো সত্যি কথা মাত্র।

সেই রাত

মাটি ছাড়া আর তেমন সুন্দর শয্যা ছিলো না
আগুন ছাড়া আর কোনো মূল্যবান বসন ছিলো না
স্বর্গের সৌরভটুকু ছাড়া আর তেমন সুগন্ধী কই!
সেই কৃষ্ণা দ্বাদশীর রাত আমার ধ্যানের
আমার অনন্তের অন্তরাত্মার স্বাস্থ্যকর কল্যাণের।

দুদিন

ঠিক দুদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা
দুদিন পরেও তোমাকে দেখলাম
প্রথম দিনে তুমি স্নেহার্ত চঞ্চল
দ্বিতীয় দিনে নীরব নৈবর্ত্তিক স্থির

অন্ধবাসনা

প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ
প্রতিক্ষণ আশা
শরণ্যের সান্ত্বনায়
মর্মরের ভাষা

প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ
প্রতিক্ষণ ভয়
মহামেঘপ্রভাময়ী
চিদাকাশময়

সৃষ্টিরূপা স্থিতিরূপা
বিনাশিনীরূপা
জন্মাবধি গুণময়ী
সর্বস্বরূপা

অনন্তের মধ্যবর্তী
সরসিজাসনা
দেখা হবে সন্ধিক্ষণে
জন্মান্ধ বাসনা

আস্তে আস্তে

আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল তোমার কণ্ঠ
কৌটোবন্দী হয়ে রইল জপের মালা ঝিনুক
ক্যাসেটবন্দী তোমার গলা—তোমার সুগন্ধ
কেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আকাশে
যেখানে বাবার চোখ থেকে আজও এক আধ ফোঁটা
জল ঝ'রে পড়ে ফুলের পাপড়িতে পাতায়
আমার অস্তিত্বের অন্ধকার কুঠুরিতে

মনে পড়লে

তোমার কথা মনে পড়লে রাত্রি দু'ভাগ হয়ে যায়
একদিকে নির্বিকার হাসি অন্যদিকে আসক্ত কান্না
আমার মুশকিল এই যে আমি মাঝখানে প'ড়ে
দু'হাতে দু'প্রান্ত নিয়ে বলি শতধা বিভক্ত হও
সহস্র হও পৃথিবীর সমস্ত সুখী মানুষের সত্তায়
অনুপ্রবেশ করো।
তোমার কথা মনে পড়লে বলি ঃ
পাথর ও কোমল তারও রক্ত চলাচল আছে
গরুঢ়স্তম্ভে ছাপ পড়ে
কেউ যেন কোনোদিন আর ভালো না বাসে তোমাকে
যেন অপ্রেমের অন্ধকারে অনুভব করো ঃ
একজন সারাজীবন কেঁদেছিলো—।

মহালয়া

আজ মহালয়া। ভোর চারটেয় রেডিও।
শিউলিতলা ছেয়ে আছে শাদায় লালে।
একটু একটু ক'রে আলো ফুটছে আকাশে।
আগমনীতে আচ্ছন্ন আনন্দে আচ্ছন্ন সব।
অনন্ত নীলের ভিতর আমার কষ্ট—
আমার দুঃখও এক আনন্দের দিকে ধাবমান।

স্তাবকেরা

জগত সুদ্ধ লোক তোমাকে স্তুতি করলেও
আমি বলব ঃ বিশ্বাসঘাতক

আর সেই অপরাধে তোমার চেলারা
আমার চোখ উপড়ে নেবে
খুলে নেবে শরীরের ত্বক
আমার মেরুদণ্ড দিয়ে বানাবে তোরণ
অন্তরাত্মার রক্তিম কার্পেটে মুড়ে ফেলবে সমস্ত আশ্রম

তুমি রহস্যহাসি গড়িয়ে দেবে ওদের দিকে
প্রান্তরে লাল বলের মতো
ওরা লেজ নাড়তে নাড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে কুড়িয়ে আনতে যাবে
অলৌকিক প্রতিযোগিতায়।

জন্মাবধি

বন্ধ মুঠো বন্ধ করেই পেরোই নদী
পেরোই জটিল বনের ছায়া পাথর টিলা
শিকড় ছড়ায় জড়ায় আমার জন্মাবধি
হাহাকারের মৃত্তিকাময় উচ্চাভিলাষ

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় বনের পাশে
কি এক ত্রাসে আসক্তিরা ছিটকে ধুলোয়
মুঠোয় আমার শুশ্রূষাহীন কাষায় বাসে
অর্বাচীনের স্পর্ধা ভাঙায় চালে চুলোয়

আর তখনি একটি অনাথ অধীর শিশু
ঠোঁট ফুলিয়ে সামনে দাঁড়ায় অভিমানে
নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত তাই কোনো কিস্যু
দাগ কাটেনা—এসব কথা কে না জানে

এসব কথা মমতাহীন পুড়তে থাকে
এসব কথা বানানো তাই উড়তে থাকে
এসব কথা শীতের কাঁথা মুড়তে থাকে
এ বুক থেকে ও বুক টেনে জুড়তে থাকে

ভয়েই মুঠো বন্ধ চোখও, পেরোই নদী
অনন্তবার মৃত্যুহাতে জন্মাবধি।

কবি হওয়া

কতোখানি কবি হওয়া হলো?
হেসে হেসে ভেসে গেল হাওয়া।
কতোখানি চতুরতা ভালো?
ঘরে ফিরে এলে বলে পাখি।
ফাঁকি—এত ফাঁকি? সবিস্ময়ে
চুপি চুপি বলে নীলাকাশ।
কেবল কয়েকটি ছোট ঘাস
মাথা তুলে দেখায় ওদের
শিশিরের মণি ও মাণিক্য।

তাই আর লিখিনা বানিয়ে।
দেখার চোখও তো স্পষ্ট নয়
বোঝার মনও তো আমি জানি
ভূয়োদার্শনিক ও তো খানিক
হওয়া গেছে। ব্যস। আর কবি
হয়ে কাজ কি যে পাখি হাওয়া

প্রৌঢ়ত্ব

আবার 'বিজয়া' শুধু লিখে
তোমাকে কি চিঠি দেবো আমি?

আবার এখানে চলে এসো
তুমি কি লিখবে শাদা খামে?

আবার কি দেখা হবে কোনো
শীতে—যাবো আর কি জোকায়?

লিখিয়ে নিয়েছো পদাবলী
এখন সমস্ত গেছি ভুলে

বারোমাস চকের গুঁড়োয়
শাদা হয়ে ওঠে সারা মাথা

রাকা তবু প্রৌঢ় পিতাকে
ছেলেমানুষের মতো কেবলই সাজায়।

পাথর চোখে

নিজেই এই পথে বেরিয়েছিলাম
কেউ আমাকে প্ররোচিত করেনি

নিজেই এই বিষ পান করেছিলাম
কেউ মুখের সামনে তুলে ধরেনি

নিজেই এই আত্মহননে রক্তলিপ্ত
কেউ দেখায়নি অপমানের তর্জনী

শুধু তুমি তাকিয়ে সব দেখেছো
নিষ্পলক পাথরের চোখে সজলতাহীন।

পুজো এসেছে

আবার পুজো এসেছে। চতুর্দিকে সবুজ
শাদা কাশ কাকচক্ষু দীঘি পদ্ম
শাদা মেঘ। আবার পুজো এসেছে।
সেই শিউলি সেই শিশিরসিক্ত ঘাস
মণ্ডপে ঢাক নরনারীর ঢল। আজ
আমার ছুটি। শুধু আজ কেউ
জিজ্ঞেস করে না : পুজোয় ছেলেমেয়েদের
জামাকাপড় হয়েছে তো? শুধু
আজ কেউ স্পর্শ করে না আমার
আহত হৃদয় চিরদগ্ধ চিত্ত। আমার
তুমিহীন পুজো ভিড় কোলাহল
আমাকে কেবলই একা করতে থাকে—।

আলাপ

পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক
একদম খেয়াল করিনি
চিরকালই ছায়ার মতন
সঙ্গে ছিল সঙ্গে সঙ্গে ছিল
তোয়াক্কা করিনি কোনোদিন
আজ যেচে আলাপ করলাম
মার্জনার ভঙ্গিতে সে হেসে
সংযত সৌজন্যে বললো কথা
আর তখনই আমার প্রাসাদ
অজস্র মর্মর সিঁড়ি সহ
জ্বলে উঠলো অলিন্দ ঝরোকা
আর তখনই দুলে উঠলো ত্রাসে
চূড়ার স্বস্তিকচিহ্ন সহ
গায়ত্রীর ছন্দে সসাগরা।

জন্মদিনের উৎসব

তোমার জন্মদিনের উৎসবে যাবো ভাবছি।
তখন সন্ধের অন্ধকার ঢেকে দেবে সব
কেউ আমার মুখের দিকে তাকাবে না
ধ্যানমগ্ন নদীটি শুধোবে না ঃ কেমন আছো?
স্তব্ধ ল্যাভেণ্ডার বন শুধাবে না ঃ কেমন আছো?
নিঃশব্দ পাথরের জলে নেমে যাওয়া চাতাল
এবড়ো খেবড়ো পাথরের মন্দিরোপম গুহা
অন্ধকার জল অপ্রবাহিত হাওয়া
অবসন্ন তুমি
কেউ জানবে না আমি
তোমার জন্মদিনের উৎসবে এসেছিলাম।

শরণার্থী

আমার জানা ছিলো না
তোমাকে ভালবেসে
এরকম হয়।
আসলে ভালবাসা আমার জন্মগত এক কান্না।
আমার বোঝা উচিৎ ছিলো
তোমাকে ভালবাসলেও
আমার ত্রাণ নেই!
আমার কোনো সন্ধ্যার মুহূর্তে কেউ
হাত পাতলে
এই 'কবচকুণ্ডল' আমি দিয়ে যেতাম।
এর থেকে যে মৃত্যুই শ্রেয়।
সেই মহত্তম ট্র্যাজেডি শ্রেয়।
আমার জানা ছিলো না সংঘে এত অপ্রেম
আমার জানা ছিলো না ধর্মে এত ব্যভিচার
আমার জানা ছিলো না তোমার মধ্যে এত বিরোধাভাস—
তথাগত।

আমি কোনখানে শরণ নেবো!

মানে নেই

জানি এসবের কোনো মানে নেই
শুধু চলতে হয় চলেছি
শুধু বলতে হয় বলেছি
শুধু অপেক্ষা করতে হয় করেছি
যেমন স্বপ্ন ভেঙে গেলে হেসে ওঠে বাস্তব
যেমন প্রার্থনাহীন করতলে
নিঃশব্দে গড়িয়ে যায় অকারণ অশ্রু
সেই রকম
এই অভিমান
নিরর্থকতার দিকে ধাবমান জীবন।

তুমি কোথায় ব্যস্ত রয়েছো।
আমার চিঠি
আমার চিঠি
আমার চিঠি
ডাক গোলযোগে তোমার কাছে পৌঁছোয় না।
লেখার কোনো মানে হয় না জানি
সমস্ত গোলযোগের ওপারে যাই
কিছু পৌঁছোয়
কোনোদিন—

এসব ভাবারও মানে নেই, অভিমান।

প্রতীকি

এই যে বিকেল হলো
ছড়ালো হলুদ আলো
দীর্ঘ নিজের ছায়া
এরকম ছবির পাশে
নিজেকে কেবল রেখে
তুমি কি দেখছ এখন?
জানোতো এই গোধূলি
পুরনো নিয়মমতো
সবকিছু জীর্ণতাকে
সহসা রঙিন ক'রে
ডোবাবে অন্ধকারে
যেখানে বন্ধুরা সব
গিয়েছে অনেক আগে
কখনো ফিরবে না আর
কখনো ফিরবে না আর
জেনে তো আমরা এগোই
সঙ্গে দীর্ঘ ছায়া
প্রতীকি সাংকেতকী

নিতান্ত

এই যে চন্দনগন্ধস্মৃতি
এই যে অরুণবর্ণ রেখা
এই যে ভূর্ভুবস্ব ব্যাহৃতি
সব ছিল সবই ছিল লেখা

ভূর্জপত্রে ভূলোকে দ্যুলোকে
শুধু আমরা তাকিয়ে দেখিনি
শুধু আমরা দুঃখে আর শোকে
তোমাকে ডেকেছি রাত্রিদিনই

এই যে আরক্তক্ষত ব্রত
প্রারব্ধনিহিত অন্ধকার
এই অগ্নিদগ্ধ অনাহত
সব ছিল সবই ছিল তার

ভাগ্যপত্রে ললাট লিপিতে
শুধু সে জানতো না কোনোদিন
বিড়ম্বিত ভালবাসা দিতে
দিতে দিতে শোধ করল ঋণ

মাতৃমূর্তি

মহামেঘের প্রভার মতো
আকুল শাদা কাশের মতো
শারদীয় দীঘির মতো
উচ্ছলিত উচ্ছ্বসিত
মায়ের মূর্তি মায়ের মূর্তি।

মুগ্ধ বালক মুগ্ধ বালক
মাগো কেবল তাকায় তাকায়
অনন্তকাল অনন্তকাল—
তুম কেমন ব্যস্ত ভীষণ

কার যে কোথায় প্রপন্নার্তি
তুমিই জানো
কার যে কোথায় সব ভেসে যায়
কুটিল স্রোতে
সেই ক্ষমাহীন রাত্রি হতে
রক্তলিপ্ত জন্মজীবন
তুমিই জানো

দাঁড়িয়ে থাকা বালক কাতর অনাথ কিনা
জাতভিখিরীর তুমিই বিনা
চলবে কিনা
তুমি জানো
মহামেঘের প্রভার মতো
শরৎকালের পূর্ণিমা-ম্লান মুখের হাসি
ছড়িয়ে ওমা দাঁড়িয়ে আছো
মুগ্ধ বালক দেখছে তোমার
মাতৃমূর্তি।

অন্তিম

কী নিয়ে দাঁড়াবো সম্মুখে
হাতে ক'টি ধান যৎসামান্য
তাও ঝ'রে পড়ে মায়াবী দুঃখে
ভেসে গেছে বাকি সব অন্যান্য

চোখে পড়বার ভয়ে পশ্চাতে
অনেক দেরিতে এ উদভ্রান্ত
বিকিয়ে দিয়েছে খুবই সস্তাতে
নিজেকে—এখন পরিশ্রান্ত

ঘুমে জুড়ে আসে আহত চিত্ত
ঢেকে দেয় সব এই যে সন্ধ্যা
এই তো স্পর্শ—রক্তলিপ্ত
জীবনে ফুটেছে রজনীগন্ধা
নিজেকে গোপনে ঢেকেছো স্তব্ধ
হাতের মুঠোতে কনকধান্য
বহন করেছো শুধু প্রারব্ধ
দেখো সে এসেছে কী অসামান্য

দেখো সে এসেছে ভেঙে নীরন্ধ্র
দরজা তোমার দেখো অধৈর্য
আকাশে আকাশে কী মায়ামন্দ্র
এসেছে অমিত কী ঐশ্বর্য

এই তো তোমার আনন্দ

জানোই তো এই মুগ্ধ মূঢ় কবির কাছে
এই শরতের কি দাম, তবু
দিগন্তহীন সবুজ ভেঙে হঠাৎ শাদা কাশের বনে
আকাশ থেকে মেঘ নেমে যায়
বৃষ্টিতে ছায় অনন্তকাল অপেক্ষমান একটি নৌকো
অশ্রুবোঝাই
জানোই তো এই শুশ্রূষাহীন কাতর হৃদয়
একটি পথের রোরুদ্যমান শীর্ণরেখায়
পৌঁছাতে চায় অভীপ্সিত মুখের কাছে
শেষ বিকেলের রোদ্দুরে সেই
ফুটলো ছবি
মুগ্ধ কবি!
দেখছো কেমন সার্থকতায় আদ্যোপান্ত
স্পর্শকাতর
নিরর্থকের উন্মেষে কী অনন্য নীল
কাঁপছে গভীর স্তব্ধ বিপুল পুঞ্জীভূত
এই তো তোমার শান্তি তোমার
আনন্দ
জ্ঞান-অগম্য তাই

রাত্রিসূক্ত

কে বলে নবমীনিশি তোর দয়া নেই?
বাউল করেছে সার পথ তাই এই গান গায়
উৎসব শেষের ম্লান আলো তাকে অবসন্ন করে
হৃদয় ব্যাকুল হয় শুকনো ফুল পাতার মণ্ডপে

অথচ উৎসব নিত্য প্রতিদিন তৃণে ও তারায়
আমরা অভ্যাসজীর্ণ ভেতরে জ্বলেনা আলো তাই
দেখিনা প্রতিটি দিন মহিমায় ঐশ্বর্যে উপুড়
দেখিনা মুহূর্তগুলি স্তব্ধ আনন্দের অন্তর্গত

আমরা ব্যাহৃতিলোকে বসবাস করি
আমরা ধীসূত্রে মগ্ন আনন্দের ধ্যানে
জগতসবিতৃরূপে উপলব্ধি করি
প্রতিক্ষণ সন্নিক্ষণ নবমীর নিশি।

তবু বলো

আসতে যেতে অবসন্ন
তবু আবার আসতে বলো?
আমার সকল ভালবাসা
পথ পেয়েছে
আমার সকল রক্তধারা
পথ পেয়েছে
জ্বলতে জ্বলতে আমার স্বপ্ন
পথ পেয়েছে
ঘরের জন্যে কিছু রাখিনি
নিজের জন্যে কিছু রাখিনি
আসতে যেতে অবসন্ন
তবু আমায় আসতে বলো!

বিজয়া

তোমাকে এ বিজয়ার প্রণাম জানাই
ছবিতে, পাথরে বসা স্থির মূর্তি, দেখো
আমার প্রণামে তেমনি মিশে আছে জল
তেমনি নির্বোধ নীল অভিমান, তুমি
আমাকে 'বিদুর' বলতে
সন্ধ্যার মন্দিরে
উপাসনা ভেঙে বলতে, রবি এসেছে কি?
তোমার গেরুয়া ওড়ে সায়াহ্নের শরতের মেঘে
তোমার সুদীর্ঘ ঋজু পদক্ষেপে জ্ব'লে ওঠে নীল
বৈরাগ্যের শিখা
এই অন্ধকার জগৎসংসারে
বিদায় প্রণাম আজ দূর থেকে
ধূল্যবলুণ্ঠিত
অকিঞ্চিৎকর শব্দে
ভিজে যায় গ'লে গ'লে যায়।

শারদীয়

একবারও বেরোইনি। ঘরে একা একলা। শুধু
স্মৃতিশস্যে পূর্ণ এই শারদীয় বুকে
চঞ্চল হাওয়ার ঢেউ চঞ্চল মেঘের আনাগোনা
কখনো বৃষ্টির গান কখনো রোদ্দুরে
স্মেরাননা মুখচ্ছবি
পাথরের সিঁড়ি
পর্যাকুল নেমে গেছে জলমগ্ন নদীর ভিতরে
সন্ধ্যার কবীরভারে ক্লান্ত কীর্ণ অকূল আকাশ
ঘরে দোরে ঝ'রে পড়ছে
একটি দুটি তারা
চুলের অরণ্য থেকে—
ছাতে ব'সে ব'সে
দেখেছি এসব। বাইরে আশ্বিনের চালচিত্র জ্বলে
ভেজে ভাসে ঝ'রে পড়ে—ছিটকে আসে ঘরে
আনন্দস্রোতের কণা।
বেরোইনি। যাবো না।

এইভাবে

এই ভাবে বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
সমস্ত দিনের দুঃখ এসে
হেসে হেসে হেসে ঝ'রে যায়।

একটি দুটি ক'রে সব তারা
রাত্রির আকাশে ফুটে উঠে
এই দৃশ্যে দেখ আত্মহারা

এর জন্যে আর কেউ এসে
দাঁড়াবে না এ নদীর তীরে
জলে তার সঙ্গে যেতে ভেসে

এইভাবে যায় গেছে যাবে
আরো স্থির স্তব্ধ হও দেখ
দুঃখ হাসে সন্ধ্যার কিংখাবে।

দেখাশোনা

মাঝে মাঝে দেখা হয়
সব সময় চিনতেও পারি না
ভীষণ ত্রাসের মুখে দুর্বোধ্য পতনে
বিনা মেঘে বজ্রপাতে খরায় বন্যায়
দেখা হয়ে যায়।

আমি তো ডাকি না সে সময়
তবু আসে
ভালবাসে? ভালবাসে?
ভালবাসা, এমন তামাশা কেন করো
দুঃখ কষ্ট ব্যথা
এই প্রারব্ধে কেবল পূর্ণ করো
এ জীবন।

মাঝে মাঝে মন
অচেনা আনন্দে কোনোদিন
গরীব লোকের মতো ঋণ
ক'রে জ্বালে আলো
কার মুখ দেখবে ব'লে? কার হাত ধরবে বলে?
কাকে বাসতে ভালো!

কবির গ্রাম কবির শহর

শহর তার বাতি নিভিয়ে দেখে
দীঘির জলে শরৎ পূর্ণিমা
কবি বুকের অন্ধকারে লেখে
কার কতোটা ভালবাসার সীমা

গ্রাম মেখেছে ওষ্ঠে কাঁচা রঙ
গোষ্ঠে জ্বেলে রেখেছে লাল আলো
কবি শহর গ্রাম সবই এবং
ভদ্রাসনও ত্যাগ করে পালালো

কোথায়? কোথায়? চতুর্দিকে লোক
কোথায়? কোথায়? মাতায় কারা পাড়া
দাঁড়াও এইতো সন্ধে, রাত্রি হোক
গ্রাম ও শহর পরস্পর ভাঙবে শিরদাঁড়া

কবি দেখছে সাপের মতো পথ
কবি দেখছে শ্বাপদ সঙ্কুল
মস্ত একটা শহর যেন ভয়ের পর্বত
আস্ত একটা গ্রামের পেটে শুধুই মাথার চুল!

সাহস ক'রে

আমি কখনো সাহস ক'রে বলেছি কি
তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করো?
তুমি কখনো খেলাচ্ছলেও বলেছো কি
আমাকে তুমি চূর্ণ করো।
তবে কেন যে এমন হলো ভাবতে ভাবতে
ভাবতে ভাবতে প্রৌঢ় হলাম
আকাশ জুড়ে ছড় টেনেছেন পূরবীতে
শুনতে পাচ্ছ? বড়ে গোলাম!
সেই তখনই আকাশ পাতাল নড়েচড়ে
বুকের মধ্যে একটা প্রশ্ন
তুলে এবং কোথায় যেন জলই পড়ে
এবং জলের মতন স্বপ্ন
ছড়ায় জড়ায় ভেজায় তোমার আমার জীবন
মরণও নীল অন্ধকারে
সাহস ক'রে আমরা কেউই দেখাইনি মন
ছিলাম আছি পরস্পরের বন্ধ দ্বারে।

একদা

বলতে বলতে এসেছি অনেক দূর
চুপচাপ একা এবার ফিরতে হবে
হাঁটা পথ হুহু হাওয়াতে ভয়ের সুর
কেউ নেই কিছু নেই কোনোখানে! তবে

ছায়ায় যে কার তীব্র উপস্থিতি?
অনুভব ক'রে কেঁপে ওঠে শিরদাঁড়া
তবে কি আজকে কৃষ্ণা দশমী তিথি
মাকে নিতে কেউ এসেছে? তাই কি তাড়া

মেঘেদের? সেই চৈত্র শুক্লা রাত
সপ্তমী ছিলো বাবা অনন্ত ঘুমে
আজ মনে পড়ে, মনে ক'রে দেয় হাত
অদৃশ্য এক, প্রেতায়িত নীল ধূমে

ছেয়েছে আকাশ হু হু ক'রে উঠে হাওয়া
যবনিকা ছিঁড়ে কোটি জন্মের কণা
মেলে ধ'রে হাত হাজার দাবি ও দাওয়া
আমি বলি : ভুলবো না ওমা ভুলবো না

বলি আর চলি নতমুখ পথে পথে
কাঁটা লোহা আর আগুনে ছোঁয়ায় দেহ
ওমা হাসি চাপি কান্নাও কোনোমতে
আমাদের কেউ বুঝলো না বাবা, কেহ।

সন্ন্যাস

এখন ভুলতে পারাই ভালো
এখন খুলতে পারাই ভালো
এখন ভালো তুলতে পারা ফুল

কারণ সঙ্গে রাখলে ভারী
ডাকলে নিদেন হাতে তারই
পারবে দিতে পামীরপ্রমাণ ভুল।

ঝেড়ে কাশা

'এবারে বদলে ফেলুন'

একথা কে যে বলে
বাতাসে মিলিয়ে গেল!
এ যুগে দৈববাণী
হয় না। কথাটা কে
ব'লে যে চমকে দিলো!

ভাবছি ক'দিন থেকেই
এবারে বদলে নেবো

এরকম একলা পথে
যাওয়া খুব বিপজ্জনক
সংঘ শরণ্য তো
বুদ্ধ নাই বা র'ল
তাছাড়া অন্যদিকে
রয়েছে শূন্যতা তো
তাছাড়া আবোল তাবোল
কিছুটা সঙ্গতিহীন
থাকা বেশ আঁতলামী হয়
নাইবা থাকলো বিষয়

তবে কি ছন্দ ছেড়ে
বেধড়ক গদ্যে যাবো?
তবে কি মুণ্ড ছেড়ে
হাঁটাবো কবন্ধকে?

ও মশাই, 'বদলে ফেলুন'
বলে যে পালিয়ে গেলেন
দেন না খোলশা ক'রে
একবার ঝেড়েই কাশুন।

এই গোধূলি

এই গোধূলি ঢাকলো চতুর স্বৈরিণী পথ
ধূর্ত ধূসর দুর্গ অনড় পাহাড় টিলা
মেঘের প্রাসাদ জলের সিঁড়ি অলিন্দময়
চোখের জলের পাথর স্মৃতির নীল ঝরোকা
উদ্যানে ফোয়ারার নীচে স্নানের পরী
ঢাকলো এসে এই গোধূলি ধুলোর জালে
ডাকলো এসে এই গোধূলি হাওয়ার পালে
সেই যেখানে বৃষ্টি নামে আকাশ এবং
এ মৃত্তিকার মধ্যিখানে সেই যেখানে
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মাঝখানে চর
সেই যেখানে গায়ত্রীহীন অব্যাহৃতি
অনন্তমূল আকাশ স্তব্ধ ভালবাসা
আমার মৃত্যু আমার জন্ম মুক্তিলগ্ন
এই গোধূলির উদ্ধত প্রগতিশীলতা
আকাশ মুচড়ে বাতাস মুচড়ে স্বৈরাচারে
ঢাকলো ব্যাকুল পূর্বাচলের রক্ত আভা
ভুল করে কি? সূর্য শুধায় দিগন্তকে
গ্রাস করেছে রথের চাকা ও মেদিনী?
গ্রাস করেছে? কি করছে হায় আমার পুত্র!
হাসতে হাসতে থমকে দাঁড়ায় এই গোধূলি
ত্রস্ত খানিক, দুঃখে সূর্য গেলেন অস্ত।

ওই মেয়েটি

মাথা চিবিয়ে খেয়েছে কে?
ওই মেয়েটি!
বুকের ওপর রেখেছে পা?
ওই মেয়েটি!
মালা করেছে মুণ্ড তোমার?
ওই মেয়েটি!
টকটকে লাল রক্ত তোমার?
ওই মেয়েটি।
জন্ম তোমার মৃত্যু তোমার?
ওই মেয়েটি।
সব অঘটন ঘটনপটিয়সী তোমার?
ওই মেয়েটি।
ক্ষয় ক্ষতি লাভ সর্বনাশও
ওই মেয়েটি।
ওই মেয়েটি।

ধর্ম

আমি নিজে হাতে এই অপমানিতের পথে ডেকে
তোমাকে করেছি নষ্ট। কষ্ট হয়। আজ কষ্ট হয়।
তোমার ও ভাষাহীন মুখে যে কি লেখা থাকে! রোজ
নিবিষ্ট ছাত্রের মতো পড়তে চেষ্টা করি বুঝতে চাই—
আমার উপায় নেই ফিরে যাই। দুটি তটই ডাকে
আকাশ ও মাটির প্রান্তে এসো এসো ফিসফিস ধ্বনি
শিকড়ের কোমলতা হৃদয়ের কঠোরতা দুইই
শুষে নেয় সমস্ত সজল। আর মুহূর্তে তোমার মুখ
কী সুন্দর কী সহজ সুবোধ যে হয়ে ওঠে জানো
অভিভূত চেয়ে থাকি ঃ ধর্ম ভেসে যায় নদীজলে।

ছড়িয়ে জড়িয়ে

যা কিছু গোপন সব তোমাকে বলেছি
তুমি তা ছড়িয়ে দিয়ে গেলে দিগ্বিদিকে।

আর সেগুলি ফুটে উঠলো রক্তকরবীতে
ঘাসের শিশির শীর্ষে মণিমুক্তোময়।

আমার সমস্ত পাপ তোমাকে দিয়েছি
আর তুমি তা বিন্দু বিন্দু কুড়িয়ে নিয়েছো

জড়িয়ে দিতে কি আরো জন্মের মৃত্যুর
আমার এ কণ্ঠলগ্ন মায়াবী মালায়?

আমার যা কিছু আর্ত বিপন্ন ভীষণ
দুঃখী দুঃস্থ যন্ত্রণার জন্মান্ধ জটিল

ছড়িয়ে দিয়েছ তুমি বিশ্বময় আবার আমাকে
সমস্ত জড়িয়ে নিতে : এই প্রেম? এই তবে প্রেম?

রুচিরা

কিছুই সহজ নয়, আবার আশ্চর্য অনায়াস
সবই—এই বহুদূর বিরুদ্ধতা থেকে
অক্লেশে পেয়েছে মুক্তি সকলেই শুধু
আমার দু'হাত থেকে সব ধান ঝ'রে পড়ে যায়।
ত্রস্ত ভীত স'রে যাই তবু ওই গেরুয়া কার্পাস
খুলে নিতে চায় গ্রন্থী গোপন জটিল ঝুরিপথ
সুড়ঙ্গের শিরা—এই মুখ দেখে হেসে ওঠে কীটও
এ মুখের ভয় দেখে চাঁদও ডুবে যায় গাঢ় নীলে।
জন্মহীন মৃত্যুহীন আমিও দু'হাতে জন্ম মৃত্যুকে জড়াই
আশ্চর্য বিরোধাভাসে বেজে ওঠে আত্মার রুচিরা।

কা তব কান্তা

কা তব কান্তা কস্তে পুত্র
উচ্চৈস্বরে পড়ি শূন্যতা ঢাকতে
ঝুরি নামা সংসার নীল স্মৃতিসূত্র
সারা দিন রাত যায় তুলে তুলে রাখতে

তোমাদের কথাগুলি এলোমেলো ছড়ানো
প্যান্ট শার্ট চুড়িদার আধপড়া গল্প
ঘরে দোরে জানালায় হাসিগুলি গড়ানো
সিঁড়ি জুড়ে চটি ফোনে বোখুমের গল্প

ভালো আছি কলকাতা পৌঁছেছি আমরা
বারবার খুলে দেখি চিঠিদের বাক্স
কা তব কান্তার গোপনীয় কামরা
বেজে ওঠে আসছে কি তবে কোনো ফ্যাক্সও

কা তব কান্তার পাতা উড়ে যাচ্ছে
ময়ূরাক্ষীর হু হু বহুদূর শব্দ
পেঁয়াজে কি দুজনেরই চোখ ভিজে আসছে
শিশুকাল থেকে সব করেছিল জব্দ।

তিন বছর পর

তিন বছর পর যাচ্ছি দেখা হলে চিনতেই পারবে না
শরীর হয়েছে স্থূল, মনও, দুইই রোদে জলে পুড়ে
ঝামা হয়ে গেছে—, যাক—, আমি ঠিক চিনে নেব ভিড়ে
কোলাহলে স্মৃতিচিহ্ন সহস্র পাথরে নদীজলে
সূর্যাস্তের রক্তমেঘে—চিনে নেব ঠিক ভালবাসা
সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল একদিন দু'হাতে ছুঁয়েছি
কথোপকথনগুলি পড়ে আছে ল্যাভেণ্ডার বনে
নৈঃশব্দের কথাগুলি পড়ে আছে কাঁসাই কিনারে
আমাদের দুজনের অতিব্যক্তিগত সব—বাউল বাতাস
কুড়িয়ে রেখেছে দেখব গার্হস্থের গেরুয়া ঝুলিতে—

শূন্য

কাউকে চিনি না আমি।
কালকের তুমি আজ নেই।
সেও চ'লে যাচ্ছে আজ
কাল আর দেখাই হবে না।
আমারও পাবে না আর দেখা
কোনোদিন।
প্রতিটি মুহূর্ত
কেউ কাউকে মানে না।
কী ভীষণ শূন্য চরাচর।

সন্ধে হবে। ফিরে আসবো। আমাকে ফিরেই আসতে হবে।
মেঘে মেঘে রক্তলাল পাতায় পাতায় তারই আভা
ধুলোয় ধুলোয় তারই আলো প্রতিফলিত হয়েছে
ফিরে আসবো। কোলাহল। ভিড়। তুমি সহসা কাউকে
ডেকে বলছো ঃ রবি হ্যাঁরে রবি এসেছিল?
খেয়েছে তো? সেই ডাক স্তব্ধ পাষাণেরও সব শিরা
চকিতে চঞ্চল ক'রে চ'লে যাবে অনন্ত অম্বরে
যেখানে আমার দুঃখ বহুদিন গাঢ়তর নীল
যেখানে আমার কষ্ট পাপ পুণ্য ধর্মাধর্ম সংসার সন্ন্যাস—

এবার তোমার ইচ্ছে

তোমার কথা লিখি আজকে সারাদিন
তোমার কথা বলি আজকে সারারাত
তোমার স্মৃতিসূতো আজকে দিনরাত
টানা ও পোড়েনের, আজ যে তিথিপুজো

সারাটা বছরের প্রতিটি দিন গেছে
গেছে যে বারোমাস—কতো যে প্রতিক্ষণ
সন্ধিক্ষণ ভেবে হইনি প্রস্তুত
আজকে মার্জনা চেয়ে যে কাছে যাই

এবার লহো নাথ আমারে লহো নাথ।
আমার ভয় করে ভীষণ ভয় করে
সময় হাতে নেই শরীরও জরো জরো
আমার ইচ্ছে তো পূর্ণ ক'রে গেছো

পূর্ণ হোক তবে এবার তোমারই হে।

বাহান্নোর জন্মদিন

বাহান্নো তাসের মতো এ শরীর খেলা ক'রে যায়
আমাকে ঘনিষ্ঠ ক'রে দুঃখে সুখে ওতপ্রোত ক'রে
বাহান্নো বছর আগে একদিন দুর্যোগের জলে আর ঝড়ে
শরীর এসেছে—, তার স্মৃতি নেই আমার কখনো

যার ছিলো যে স্মৃতিকে আমরণ লালন করেছে
পালনও, সে নেই আজ, পরমান্ন চন্দনের ফোঁটা
সজল দুচোখে দিব্য স্নেহার্ত শিশির সব স্মৃতি।

স্মৃতি! মধুময় স্মৃতি! বাহান্নো বছর জুড়ে পামীরপ্রমাণ
বাহান্নো বছর ধ'রে দিনে দিনে জমিয়েছি সমস্ত পাথর
আমার সমস্ত সত্তা ওতপ্রোত, এ পাথর ফুঁ দিলে কি ওড়ে!
হয়তো আগ্নেয়লাভা উৎক্ষিপ্ত হয়ে সে হবে জল
তাতে যদি তুমি থাকো তাতেও—, সে আশ্চর্য সম্বল
একান্ত আমারই বাকি কয়েকটি দিনের শুভ্র কড়ি।

শুধু অভিমান

কখনো বুঝিনি, এখনো কি? শুধু মুগ্ধ অবাক
তাকিয়ে থেকেছি দেখেছি গাছের ঝরাপাতাটিও
ঘুরে ঘুরে ঠিক এসে পড়ে তোমারই সম্মুখে
দ্রুত গতিশীল অপসৃত মেঘ কখন সহসা
এসে ঝ'রে গেছে পায়ের পাতায় চঞ্চল ছায়া
স্থির হয়ে শোনে অনাহত ধ্বনি পাথরের পাশে
পথের ধুলোতে বেজেছে নূপুর তুমি হেঁটে গেলে
কাঁসাইয়ের জলে বেজেছে নূপুর তুমি ছুঁয়ে গেলে
ভেঙে পড়া বুক ধ্বসে পড়া প্রাণ নিভে যাওয়া দীপ
করজোড়ে ম্লান দাঁড়িয়ে রয়েছে ও মুখে তাকিয়ে
বাসাহারা ছোট ডানা ভাঙা পাখি—সেও নির্ভয়
উপবাসী মুখ কোজাগর রাত ম্লান ক'রে হাসে
সামান্য কীট পা বেয়ে ওঠার স্পর্ধা দেখায়
আমারই সামনে, বুঝিনি কখনো, শুধু অভিমান।

আবার তিন বছর

তিন বছর দেখা না হওয়ার কষ্ট
কাল তোমার পায়ে রেখে এসেছি।
আজ এই সন্ধেয় যখন সেই স্মৃতি
আমাকে প্রবলবেগে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে
তখন তুমি কি কিছু অনুভব করছো সখা?

জানি করবে না। আর আমার কষ্ট
আবার আমাকে এনে দেবে অভিমানের পাহাড়
যা কোনোমতে আমি ডিঙোতে পারবো না
পারলেও হয়তো আবার তিনবছর
বা তিন জন্ম লাগতে পারে।

এই বিষাক্ত কবিতা

এই কবিতার মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি বিষ
শুধু তোমার জন্যে
যেন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে যাও তুমি
যেন নীল হয়ে যায় জোকার আকাশ
বিশ্লথ ভঙ্গিতে চাঁদ ডুবে যায় রাত্রির ভেতর
হেমন্তের হিমে ভেজা হাওয়ায় যেন শুনতে পাও
তিনশো কিলোমিটার দূরের
ঘোড়ার খুরের শব্দ
যেন সমস্ত পাহাড় উপত্যকা অরণ্য ঝর্ণা জলাশয়
যেন সমস্ত ধানখেত সব খেত শ্রমসিক্ত শস্যখেত
যেন সমস্ত অন্ধিসন্ধিসহ প্রকৃতির রহস্য তামাশা
ধীরে ধীরে এই কবিতা পড়তে পড়তে জ্ব'লে ওঠে
আর তুমি সেই আগুনে পুড়তে পুড়তে
চুমুক দিয়ে পান করো
এই বিষ যা আমার নিজের হাতে কোনোদিন
তোমার ওষ্ঠপুটে তুলে ধরা হলো না—

হাসি

প্রথমে আপত্তি ছিলো। ছিলো কি? এখন
সম্মতিসঙ্কুল জলে জলময় ব্যাকুল বেদনা।
কোথায় চলেছো নিয়ে আমাদের দুজনকে একাই?
যেন চিনি মনে হয় তবু পথ রহস্যে জটিল।
আমাদের পাপবোধ পুণ্যবোধ সমস্ত প্রারব্ধবোধ যায়
তির্যক হাসিতে। আজ রাতে রাগে নিষ্ঠুর আঘাতে
যদি ফালা ফালা করি? তবু হাসবে তবু
হেসে বলবে এসো, কাল চলে এসো, অন্যথা কোরো না।

শব্দ

কোথায় ছড়িয়ে আছ কোথায় জড়িয়ে আছ আজও?
আমার সময় কম, তার ওপরে আলস্যপ্রিয়তা।
তবু কথা দিয়েছি যে, তাই কষ্ট, বিশ্বাস করেই
কৈশোরের নদী তার দুঃখ উন্মোচন করেছিল
একমাত্র জবা শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে ঝ'রে গেছে
হারিয়ে গিয়েছে পাখি সন্ধেবেলা; কথা দিয়েছি যে
সেই শ্লোকোত্তরা রাত সেই মাঠ সেই বৃদ্ধ অশ্বত্থের কাছে
উপযুক্ত শব্দ পেলে ধ'রে রাখবো, ফেরাবো আবার
সমস্ত ফুরোনো গল্প সমস্ত পুরনো হীরেগুলি
তাই কষ্ট, নিদ্রাহীন এই রাত্রি উদাসীন বেলা।

স্মৃতি

এখন ক্ষমার মতো সহনশীলতা নিয়ে থাকি
দূরে বলে কিছু নেই কাছে বলে কিছু নেই আজ
ম্লান হাসি ঝ'রে যায় যেকোনো আঘাতে অপমানে
গ্রহণে বর্জনে স্থির করতল কেঁপে ওঠে কিনা
এখন জানি না ঃ আমি প্রেমের স্মৃতিতে সব ভুলি
সব দুঃখ সব কান্না প্রেমের স্মৃতিতে ফুল হয়ে
ভেসে যায় সারাদিন সারারাত এখন আমার।

পুনর্বার

এ দেহে সম্ভব নয় আর একবার মাঠে যেতে
অথচ অকূল তৃষ্ণা মাথা খুঁড়ে জোনাকির মতো
সহস্র সহস্র হয়ে বটের ঝুরির মতো নামে
জীবনের কাছাকাছি ফিরে পেতে প্রেম পুনর্বার।

গিরিমহারাজের জঙ্গলে

যে অনুভবের কথা লেখা আছে মাটিতে তোমার
যে অনুভবের কথা গাঁথা আছে তোমার আকাশে
আমি তার রোমাঞ্চের স্পর্শে কাঁদি কেঁদে কেঁদে ফিরি
বাউল বাতাস এসে হেসে ওঠে গিরি-মহারাজের জঙ্গলে।

পলাশ

তোমার কি মনে পড়ে? তোমার কি কষ্ট হয় কোনো?
তুমি পারবে ভুলে যেতে? সে কি মনে রেখেছে তোমাকে?
এসব প্রশ্নের নীলে জর্জরিত আকাশ মাটিতে নেমে আসে
যখন দিগন্তে ফোটে রক্তলাল পলাশ ফাটিয়ে তার বুক।

নিষিদ্ধ

ভক্তেরা জানবে না কিছু। শুধু একটি মাধবীর লতা
সাক্ষী ছিল, তুমি তাকে জল দাওনি সেই থেকে আজো
সভয়ে আসোনি পাছে সংশয়শঙ্কুল তার ছায়া
চঞ্চল আবেগে কিছু ব'লে ফেলে! শোনো সে তো মৃত।
আমি নিজে হাতে তার সমস্ত সৎকার গাথা রচনা করেছি।

মৃত্যুমুখী

এবার তবে আমার দিকে হাত?
আমার কিছু গুছিয়ে নিতে নেই
দুঃখ থেকে সুখের ভাগই বেশি
আকাশভরা সূর্য তারা প্রাণ
মৃত্তিকাময় শস্য সোনাঝরা
আমার মুঠোয় লুকোনো নেই কিছু—
তোমার হাতে এ হাত রেখে দেখো
এই করতল সজল কিনা আর
ভালোবাসার প্রবল অঙ্গীকার
রেখায় রেখায় রক্তমুখী কিনা।
শুধু তোমার মুখ দেখতে দিও।